ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৫**

বিদ্যালয়ে শ্রেণী কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ বিষয়ের নিজস্ব জ্ঞান প্রয়োগের সামর্থ্য জোরদারকরণ

ভূমিকা

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীর অর্জিত ব্যবসায়িক জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে হবে। যথাযথভাবে পাঠদানের জন্য ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে যৌক্তিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল ও আচরণ সম্যক অনুশীলন করতে হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- নিজস্ব ও অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারবেন।
- অর্জিত জ্ঞানের প্রায়োগিক দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নিজস্ব ও অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতার সমন্বয় সাধনমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।
- নিজস্ব ও অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতার কৌশলগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ও শ্রেণীকক্ষে অর্জিত জ্ঞান এবং সামর্থ্য যাচাই ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ

১। প্রতি প্রশিক্ষণার্থী মূল প্রশ্নের আলোকে তার নিজস্ব কর্মপত্রের ফটোকপি সহকারে কাজ করবেন।

২। ২/৩ জন অংশগ্রহণকারীকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি ভাবে শিক্ষার্থীর নিজস্ব অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে যাচাই ও প্রয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যায়?

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আর্থিক লেনদেন ও হিসাব নিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। শ্রেণী কক্ষে ব্যবসায়িক জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারলে শিক্ষার্থীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন উন্নত হবে। অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থী নিজের ও সমাজের পরিতৃপ্তি ও সে'বা করতে পারে। সার কথা হলো ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষার্থীর ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, পণ্য ও সেবা উৎপাদন, ভোগবৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

পর্ব-খঃ শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ও অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতার সমন্বয় সাধন

১। সমবেত অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫টি দলে বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি দলকে মূল প্রশ্নে বিবেচ্য কমপক্ষে পাঁচটি পয়েন্ট নোট করতে বলা হবে । এ জন্য সময় দেয়া হবে ৫ মিনিট।

২। ২/৩ টি দলকে তাদের প্রণীত বিষয়গুলো সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হবে।

৩। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো প্রশিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং তাদের খাতায় লিখবেন। যাদের মিলে যাবে তারা নোট বইতে টিক চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করবেন।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ও অর্জিত জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, ও সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ব্যক্তিগত পছন্দ, সমাজ ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা ও পছন্দ, সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থান, সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা, মুদ্রা বাজার, শ্রমের গতিশীলতা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। একজন প্রতিভাবান ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থী ঐ সব বিষয়ে পূর্বাভাস, পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করে সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সমন্বয় করে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারেন।

পর্ব-গ. নিজস্ব ও অর্জিত জ্ঞান এবং সামর্থ্য যাচাইয়ের প্রয়োগিক কৌশল চিহ্নিতকরণ

১। সমবেত অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫ টি দলে বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি দল ১টি করে বড় সাদা কাগজ ও সাইন পেন সহকারে কাজ শুরু করবে। প্রত্যেক দলের পৃথক নামকরণ করা হবে এবং প্রতিটি দলে একজন দলনেতা মনোনীত হবেন। প্রত্যেক দলের সদস্যগণ পরস্পর আলোচনা করে প্রশ্নে বিবেচ্য কমপক্ষে পাঁচটি পয়েন্ট নোট করবেন। এই জন্য সময় দেয়া হবে ৮ মিনিট।

২। প্রতিটি দল তাদের প্রণীত পয়েন্টগুলো সকলের উদ্দেশ্যে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন।

৩। প্রশিক্ষক মূল পয়েন্টগুলো চক বোর্ডে লিখবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর উপর শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হবে।

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থীকে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন, বন্টন ও সহায়ক অন্যান্য-কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে হবে। ব্যাংকিং, বীমা, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা কী হবে এ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পেতে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন। তাছাড়া বিক্রয়িকতা, মডেলিং, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সার্ভিসিং, ক্রেতা সার্ভিস, ভোক্তা অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

মূল্যায়ন

ক. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও সামর্থ্য কীভাবে যাচাই করা যায় ?

খ. শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ও অর্জিত জ্ঞান ও সামর্থ্যকে কীভাবে সমন্বয় করা যায় ?

গ. অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করার উপায় কী ?

ঘ. শিক্ষার্থীর নিজস্ব ও অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং কৌশলগুলো বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৫**

কর্মপত্র ৬- ৩৫.১

বিদ্যালয়ে শ্রেণী কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর ব্যবসায় শিক্ষণ বিষয়ের নিজস্ব জ্ঞান প্রয়োগের সামর্থ্য জোরদারকরণ

শিক্ষার্থীর যে সব বিষয়ে পূর্বজ্ঞান রয়েছে এবং বাস্তবে অনুশীলন করেছে তার উপর শ্রেণীকক্ষে অধীত বিষয় জ্ঞানের প্রয়োগ করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকল শিক্ষার্থী শুদ্ধ জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ করতে পারে না। ব্যবসায়িক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তাদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, পণ্য ও সেবা উৎপাদন, সঞ্চয় ও ভোগ, জাতীয় উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কর্মকান্ডকে সমন্বিত করে উন্নয়নের গতিতে ত্বরান্বিত করতে পারে।

নিম্নের ক্ষেত্রগুলোর আলোকে ৪ ও ৫ এর শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্র	কর্মকাণ্ডের বিবরণ
১। কৃষি উৎপাদন	মাটির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, চারা ও জাত নির্বাচন, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ মূল্যায়ন, বাজারজাতকরণ, ভোক্তার নৈকট্য, যাতায়াত ও যোগাযোগ, উৎপাদনের উপকরণের নৈকট্য বিবেচনা।
২। শিল্প উৎপাদন	কাঁচামাল, শ্রমিক,বাজার, ভোক্তা, পরিবহণ, পরিবেশ,উদ্যোক্তা, ব্যাংকিং, পুঁজির বাজার, বিভিন্ন সংগঠন
৩। পরিবহণ সেবা	যোগাযোগ, রাস্তা ঘাট, সেতু, পরিবহণের প্রকৃতি, সমুদ্র, স্থল ও আকাশ পথ।
৪।	
৫।	

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয়ে শ্রেণী কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর ব্যবসায় শিক্ষণ বিষয়ের নিজস্ব জ্ঞান প্রয়োগের সামর্থ্য জোরদারকরণ

সকল প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের বিদ্যমান জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের সামর্থ্য সমান নয়। মনে করা হয় প্রবীণ ও দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা ভাল পাঠদান করেন। তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বিষয় ভিত্তিক গভীর জ্ঞানের অধিকারী নবীন শিক্ষকও ভাল পাঠদান করতে পারেন। শিক্ষকের পাঠদান দক্ষতার ক্ষেত্রে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রমের আলোকে শ্রেণীর পাঠ্যবস্তু, সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষক দক্ষ হলে শিক্ষকতার নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব আর থাকে না।

যথার্থভাবে পাঠদানের জন্য সকল বিষয়ের শিক্ষককেই শ্রেণীকক্ষে যৌক্তিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল ও আচরণ অনুশীলন করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষক শ্রেণী পাঠদানে যে সব দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন তার কয়েকটি ক্ষেত্র নিম্নে উল্লেখ করা হল। **শেষের দুইটির কর্মকান্ডের বিবরণ আপনাকে তৈরি করতে হবে।**

দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্র	কর্মকান্ডের বিবরণ
শ্রেণী বিন্যাস ও সংগঠন	আসন ব্যবস্থা, জেন্ডার ভিত্তিক বসানো, আলো, বাতাস, পায়চারী, শিক্ষার্থীদের চলাচল, মেধা ভিত্তিক বিন্যাস, সামাজিকীকরণ।
পাঠ উপস্থাপন ও ব্যবস্থাপনা	শিক্ষকের অবস্থান, চকবোর্ড ব্যবহার, বক্তৃতারমান, তৎপরতা, উপকরণ নির্বাচন, ব্যবহার ও অংশগ্রহণের মাত্রা।
প্রশ্ন করার কৌশল	প্রশ্নের মান, আদর্শায়ন, উত্তরদানের মাত্রা ও মান, শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া, সন্তুষ্টির পর্যায়।
উত্তর আদায়ের কৌশল	শিক্ষকের বিনয় ও কঠোরতার ধরন, ভুল ও সঠিক উত্তর দানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের আচরণ।
শ্রেণী কক্ষে মূল্যায়ন	মৌখিক প্রশ্নকরণ ও উত্তর আদায়, লিখিত, সংক্ষিপ্ত/ হ্যাঁ-না ও অন্যান্য
দলীয়/জোড়ায় কাজ প্রদান	বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক, শ্রেণীর পরিবেশ, শিক্ষার্থী সংখ্যা, জেন্ডার সমতা।
উপকরণ ব্যবহার	
শ্রেণী শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ	

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৬**

শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা সনাক্তকরণ ও ব্যাখ্যাকরণে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োগ

ভূমিকা

গাঠনিক মূল্যযাচাই হল নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, নেতৃত্ব এবং পাঠে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য তৎপরতার মূল্যায়ন করা। শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে শিখন মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ব্যবসায় শিক্ষা শিখনে বিদ্যালয়ে গাঠনিক মূল্যযাচাই করতে হলে শিক্ষার্থীর দৈনিক শ্রেণী কার্যক্রম মুল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিদ্যমান ধারণা এবং অর্জিত জ্ঞানের মাত্রা পরিমাপ মূল্যায়ন করতে হয়। এজন্য গাঠনিক মুল্যযাচাই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যায়। এতে করে ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কারণ গাঠনিক মুল্যায়ন হ'ল একটি চলমান বা অবিরত প্রক্রিয়া।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের ধারণা সংজ্ঞায়ন করতে পারবেন।
- গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের কর্ম প্রক্রিয়া নিরূপণ করতে পারবেন।
- গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের যথার্থতা পরিমাপের কৌশলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের ধারণা ও সংজ্ঞায়ন

১. প্রশিক্ষক মূল প্রশ্নের আলোকে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মপত্র সহকারে কাজ করতে বলবেন ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন।

২. শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ৫ মিনিট মূল আলোচনার উপর মতামত উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হবে।

৩. গাঠনিক মূল্য যাচাই সম্পর্কে প্রাপ্ত ধারণাসমূহ নোট করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ২মিনিট সময় দেয়া হবে।

শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ও অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপ যখন শ্রেণীকক্ষে শ্রেণী শিক্ষক কর্তৃক যাচাই করা হয় তখন শিক্ষার্থীর প্রকৃত তৎপরতার সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণত: দৈনিক কার্যক্রম, সপ্তাহ বা মাসিক ভিত্তিতে যখন নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, নেতৃত্ব, পাঠে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য তৎপরতার মূল্যায়ন করা হয় তাকে গাঠনিক মূল্যযাচাই বলা হয়। শ্রেণী কক্ষে নিয়মিত ও অবিরতভাবে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, বাড়ীর কাজ ও শিখন তৎপরতা পরিমাপ ও মূল্যযাচাই করা হলে শিক্ষার্থীর বিষয় সম্বন্ধে ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিখনফল পরিমাপ সঠিক ও নিরপেক্ষ বলে মনে করা হয়।

পর্ব-খ. গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

১. সমবেত অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট কয়েকটি দলে বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি দলকে মূল প্রশ্নে বিবেচ্য কমপক্ষে পাঁচটি পয়েন্ট নোট করতে বলা হবে। এ জন্য সময় দেয়া হবে ৫মিনিট।

২. ২/১ টি দলকে তাদের প্রণীত বিষয়গুলো সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হবে।

৩. গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো প্রশিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। অন্যান্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং তাদের খাতায় লিখবেন। যাদের মিলে যাবে তারা নোট বইতে টিক চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করবেন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ দানের সঙ্গে সঙ্গে শিখন মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষার্থীর অধীত জ্ঞান, দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি দিক পরিমাপ করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয়। এ সকল কাজ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে হলে শিক্ষার্থীকে নিয়মিতভাবে যাচাই করতে হবে। তাই শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

পর্ব-গ. গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের কর্ম প্রক্রিয়া নিরূপণ

১. প্রশিক্ষক মূল প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন।

২. সমবেত অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫ টি দলে বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি দল ১টি করে বড় সাদা কাগজ ও সাইন পেন সহকারে কাজ শুরু করবে। প্রত্যেক দলের পৃথক নামকরণ করা হবে এবং একজন দলনেতা মনোনীত হবেন। প্রত্যেক দলের সদস্যগণ পরস্পর আলোচনা করে প্রশ্নে বিবেচ্য কমপক্ষে পাঁচটি পয়েন্ট নোট করবেন । এ জন্য সময় দেয়া হবে ৫মিনিট।

৩. প্রতিটি দল তাদের প্রণীত পয়েন্টগুলো সকলের উদ্দেশ্যে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন।

৪. প্রশিক্ষক মূল পয়েন্টগুলো চক বোর্ডে লিখবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর উপর শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হবে।

ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ-শিখনে বিদ্যালয়ে গাঠনিক মূল্যযাচাই করতে হলে শিক্ষার্থীর দৈনিক শ্রেণী কার্যক্রম যেমন-বাড়ির কাজের মান, শ্রেণী কক্ষের তৎপরতা, নেতৃত্ব, শিখন কার্যে শিক্ষকের সাথে অংশগ্রহন, শ্রেণী মূল্যায়ন, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক ভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিদ্যমান ধারণা এবং অর্জিত জ্ঞানের মাত্রা পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা যায়।

পর্ব-ঘ. গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের যথার্থতা পরিমাপের কৌশল

১. অংশগ্রহণকারীগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হবেন। প্রত্যেক দল বড় কাগজে মূল প্রশ্নের আলোকে নিবিড় ভাবে চিন্তা ভাবনা করে ৫টি করে পয়েন্ট লিখবেন।

২. প্রত্যেক দলকে সকলের উদ্দেশ্যে তাদের চিহ্নিত পয়েন্টগুলো উপস্থাপন করতে বলা হবে।

৩. প্রশিক্ষক সকল দলের পয়েন্টগুলো সমন্বয় করে বোর্ডে লিখবেন এবং প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করবেন। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী স্ব-স্ব খাতায় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহ লিখে নেবেন।

শিক্ষার্থীর বিদ্যমান ধারণা ও জ্ঞান শ্রেণীকক্ষে যাচাই করতে হলে গাঠনিক মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, শ্রেণীতে বিভিন্ন কাজের মূল্যায়ন, শিখন ফল ও আচরণিক পরিবর্তন পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা যায়। এই মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর নিম্ন শ্রেণীর গ্রেড পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে অব্যাহত আছে কিনা যাচাই করা সহজ হয়। শিক্ষার্থী নিজে, অভিভাবক, শিক্ষক সকলেই প্রাপ্ত ফলাফল ও শিখন ফলের ভিত্তিতে পরবর্তী একাডেমিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাতে ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে পূর্বাভাস করা যায়, সময়, শ্রম ও অর্থেরও অপচয় রোধ করা যায়।

মূল্যায়ন

ক. গাঠনিক মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ার ধারণা ও সংজ্ঞা দিন ।

খ. গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

গ. শিক্ষার্থীর বিদ্যমান জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের কর্ম প্রক্রিয়া কীভাবে চিহ্নিত করবেন ?

ঘ. শিক্ষার্থীর বিদ্যমান জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে গাঠনিক মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ার যথার্থতা ও সার্থকতা কীভাবে যাচাই করবেন ?

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৬**

কর্মপত্র (Work Sheet)

শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা সনাক্তকরণ ও ব্যাখ্যাকরণে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োগ

নিম্নের বর্ণিত মূল্যায়ন কার্যক্রমসূহের প্রায়োগিক কৌশল বর্ণনা করুন।

কার্যক্রম	পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি
শ্রেণীর কাজ	শুদ্ধ লিখন, হস্ত লিখনের মান, সমস্যা সমাধানে গৃহীত সময় ও কাজের মান, প্রকাশ ক্ষমতা, মৌখিক উপস্থাপন, নেতৃত্ব, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি।
বাড়ির কাজ	
দলীয় কাজ	
বিশ্বাস ও মূল্যবোধ	
শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ	
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তর	
পাঠে অংশগ্রহণ	
শিক্ষার্থী কি শিখেছে চেকলিষ্টের মাধ্যমে তা যাচাই	
অর্জন যাচাই	
প্রান্তিক মূল্য যাচাই	

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৬**

মূল শিখনীয় বিষয়-১

শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা সনাক্তকরণ ও ব্যাখ্যাকরণে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োগ

কখন মূল্যায়ন করা হচ্ছে, কোর্স চলাকালে না কোর্স সমাপ্তির পর তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নকে গাঠনিক ও সামষ্টিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গাঠনিক মূল্যায়নকে গঠনাত্মক বা চলমান মূল্যায়ন বলা যায়। সামষ্টিক মূল্যায়নকে প্রান্তিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৬৭ সালে স্ক্রিভেন (Scrieven) গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ধারণা প্রবর্তন করেন। এখানে গাঠনিক মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

গাঠনিক মূল্যায়ন

শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে মনিটর বা তদারকি করা, পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষণ ঘটছে কিনা তা নির্ণয়ের জন্য এ ধরনের মূল্যায়ন পরিচালিত হয়। এই মূল্যায়নের প্রধান ক্ষেত্র হল শ্রেণীকক্ষ শিক্ষণ কিভাবে, কখন, কতটুকু ঘটছে, কি পরিমাণ বাকী থাকছে সে সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ফিডব্যাক নেয়া হয়। শ্রেণীকক্ষে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক বা কোর্সের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে নিয়মিত ও ধারাবাহিক ভাবে যে মূল্যযাচাই করা হয় তাকে গাঠনিক মূল্যযাচাই বলে।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ গাঠনিক মূল্যায়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সকলের মূল বক্তব্য একই। সকলেই একমত যে, গাঠনিক মূল্যায়ন হল একটি চলমান ও অবিরত প্রক্রিয়া যাতে কোন শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হচ্ছে কি না তা মনিটর করা হয়।

- প্যাজ ও টমাসের মতে "যে অভীক্ষার ফলাফল শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সর্বোচ্চ শিখন প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম এবং তার থেকে তথ্যের ফিডব্যাকের মাধ্যমে যে মূল্যায়ন শিক্ষণ/শিখন ব্যবস্থাকে উন্নত করে তাকে গাঠনিক মূল্যায়ন বলা হয়। (প্যাজ ও টমাস- ১৯৭৮)

- সাটন (১৯৯১) এর মতে "গাঠনিক মূল্যায়ন হল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত একটি চলমান ও অবিরত প্রক্রিয়া যার সাহায্যে শিশুর শিখন সংক্রান্ত তথ্য ও সাক্ষ্য পাওয়া যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ধাপ বা কোন নির্দিষ্ট কার্যকে পরিচালনা করা যায়।

এবেল ও ফ্রিজরি (১৯৯১) এর মতে "শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে মনিটর করতে এবং পূর্ব পরিকল্পিত উপায়ে শিখন ঘটেছে কিনা তা নির্ণয় করতে গাঠনিক মূল্যায়ন পরিচালিত হয়।"

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৬**

মূল শিখনীয় বিষয়-২

শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা সনাক্তকরণ ও ব্যাখ্যাকরণে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োগ

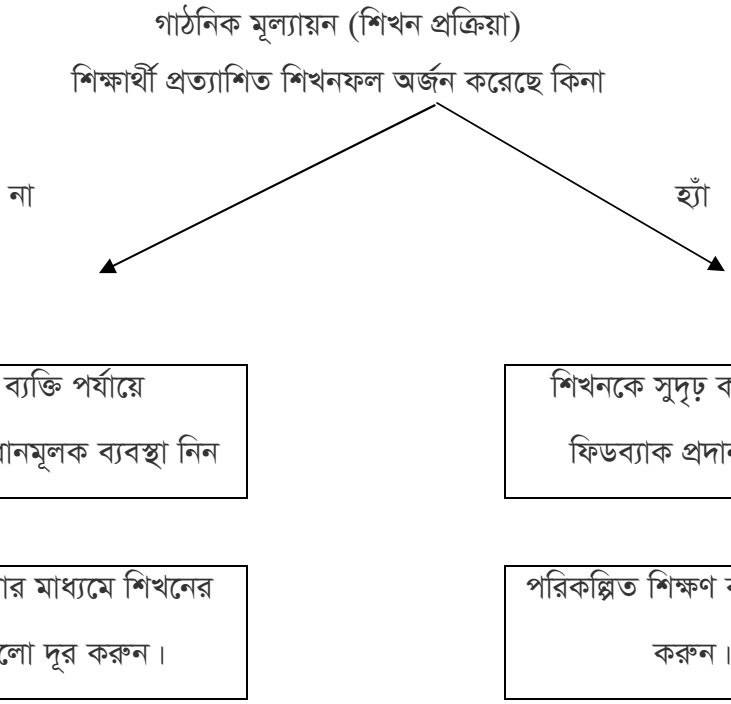

(গাঠনিক মূল্যায়নের শিক্ষক ভূমিকার একটি সরলীকৃত মডেল)

গাঠনিক মূল্যায়নের পদ্ধতি ও উপকরণ

আগেই বলা হয়েছে গাঠনিক মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক হতে পারে। অনানুষ্ঠানিকভাবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ, মৌখিক প্রশ্নোত্তর, বাড়ির কাজ, কুইজ ইত্যাদি ইনভেনটরির মাধ্যমেই এ মূল্যায়ন বেশী কার্যকরী হয়। নিম্নে কয়েকটি পদ্ধতি ও উপকরণের নাম উল্লেখ করা হলো।

১. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ

২. শ্রেণীকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ

৩. শ্রেণীর কাজ

৪. বাড়ির/অর্পিত কাজ/টার্ম পেপার

৫. কুইজ

৬. অনানুষ্ঠানিক ইনভেনটরি বা চেকলিষ্ট

৭. রেটিং স্কেল

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৬**

নির্দেশিত কাজ-১

শিক্ষার্থীর বিদ্যমান ধারণা সনাক্তকরণ ও ব্যাখ্যাকরণে গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োগ

লক্ষ্য: শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও ধারণা সনাক্তকরণ ও পরিমাপ করাসহ গাঠনিক মূল্যযাচাই পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করার কৌশল আয়ত্বকরণ।

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে সংগঠন প্রক্রিয়া: ৪/৫ জন শিক্ষার্থী সমন্বয়ে শ্রেণীতে কয়েকটি দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলের দলনেতা প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব দলের সদস্যদের সংগঠিত করবেন ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অত:পর প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল ভিত্তিক লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন।

প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলকে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে বলবেন ঃ

১. গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের ধারণা ও সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে।
২. এইরূপ মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কি তা ব্যাখ্যা করতে হবে।
৩. শিক্ষার্থীর নিজস্ব ও অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের সামর্থ্য জোরদার করতে শিক্ষকের ভূমিকা কতটুকু তা মূল্যায়ন করতে হবে।
৪. গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের একটি 'কর্ম-পরিকল্পনা ছক' তৈরি করতে হবে।
৫. শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপের নিমিত্তে একটি অভীক্ষা পত্র/চেকলিষ্ট প্রণয়ন করতে হবে।
৬. বিভিন্ন দলের সদস্য ও দলনেতাদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণ ও সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
৭. এক পৃষ্ঠার রিপোর্টে সারাংশ / মতামত/ ছক/ প্রধান সুপারিশ প্রশিক্ষকের নিকট পেশ করতে হবে।

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রদেয় সামগ্রীঃ

প্রত্যেক দলনেতা ২টি করে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন/সমস্যা ও সম্পাদিত প্রতিবেদন প্রশিক্ষকের নিকট জমা দেবেন।

জমাদানের তারিখঃ পরবর্তী ৫কার্য দিবসের মধ্যে।

স্বশিক্ষণের ক্ষেত্রে : প্রশিক্ষণার্থী নিজেই কাজটি করে পার্শ্ববর্তী সহপাঠীর সম্পাদনকৃত কাজের সাথে মান যাচাই করবেন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৭**

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টি শিখন ক্ষমতার উপর আলোচনা: দলীয় কাজ,সতীর্থ শিক্ষণ বিস্তৃত কার্যক্রম

ভূমিকা

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টি পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক সতীর্থদের সাথে ছদ্ম শিক্ষণ বা সিমুলেশনের মাধ্যমে শিক্ষকের পারদর্শিতা/তৎপরতা প্রদর্শনের যোগ্যতা পরিমাপ করেন এবং তাদের সামর্থ ও যোগ্যতা নিরুপণ করেন। সিমুলেশন পদ্ধতিতে পাঠদান কাজে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতে হয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। সতীর্থ শিক্ষণ ও সিমুলেশন একটি প্রাচীন ও কার্যকরী কৌশল। এই কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা পূর্বক তা নিরসন করা যায়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- শিক্ষণ-শিখনে দলীয় কাজ সম্পাদনে সামর্থ্য ও যোগ্যতা নিরূপণ করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখনে সতীর্থ শিক্ষণ/ সিমুলেশন পদ্ধতি প্রয়োগ সম্পর্কে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখন উপযোগী আলোচনা ও অন্যান্য পদ্ধতিতে পাঠদান দক্ষতা প্রদর্শন এবং যোগ্যতা নিরূপণ করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. শিক্ষার্থীর দলীয় কাজ সম্পাদনে সামর্থ্য ও যোগ্যতা নিরূপণ

১. সমবেত অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থীদের দুই জনের জোড়া গঠন করে ও চোখ বন্ধ রেখে মূল প্রশ্নের আলোকে পাঁচ মিনিট চিন্তা করতে বলা হবে ।

২. ৩/৪ জোড়া অংশগ্রহণকারীকে তাদের প্রণীত প্রশ্নের উপর মতামত উপস্থাপন করতে বলা হবে।

৩. প্রশিক্ষক মূল বিষয়গুলো সমন্বয় করে বোর্ডে লিখবেন ও অন্যান্যদের স্ব-স্ব খাতায় লিখতে বলবেন যাদের মিলে যাবে তারা নোট খাতায় টিক চিহ্ন দেবেন।

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টি পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিক্ষক সতীর্থদের সাথে দলীয় কাজ করার সময় প্রত্যেক সদস্যের দক্ষতা, আলোচনায় অংশগ্রহণের পরিমাণ যাচাই, বিশেষ করে ছদ্ম শিক্ষণ বা সিমুলেশনে শিক্ষকের পারদর্শিতা / তৎপরতা প্রদর্শনের যোগ্যতা পরিমাপ করবেন। ছদ্ম শিক্ষণে শিক্ষকের কর্মকুশলতা, বাচনভঙ্গি, ব্যবহৃত উপকরণের মান, মিথস্ক্রিয়া, শিখনফল ইত্যাদি বিষয় যাচাই করে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা নিরূপণ করা হয়।

পর্ব-খ. সতীর্থ শিক্ষণ/সিমুলেশন পদ্ধতিতে পাঠদানের দক্ষতা যাচাই ও পরিমাপ

১. সমবেত অংশগ্রহণকারীদের মূল প্রশ্নের আলোকে ব্রেইন ষ্টর্মিং করে প্রত্যেককে কমপক্ষে পাঁচটি পয়েন্ট নোট করতে বলা হবে। এই জন্য সময় দেয়া হবে ৫মিনিট।

২. ৩/৪ জনকে তাদের প্রণীত বিষয়গুলো সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হবে।

৩. গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। অন্যান্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন। অন্যান্য সকলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাদের স্ব স্ব খাতায় লিখবেন। যাদের মিলে যাবে তারা নোট বইতে টিক চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করবেন।

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টি পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিক্ষক সতীর্থদের সাথে ছদ্ম শিক্ষণ বা সিমুলেশনের মাধ্যমে শিক্ষকের পারদর্শিতা / তৎপরতা প্রদর্শনের যোগ্যতা পরিমাপ করা যায়। শিক্ষার্থী শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষ সংগঠন ,পাঠের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা পদ্ধতি, উপস্থাপন কৌশল, শিক্ষণে শিক্ষকের কর্মকুশলতা, বাচনভঙ্গি, সমস্যা সমাধানের মান, মিথস্ক্রিয়া, বাড়ির কাজ প্রদান ও আদায় করার কৌশল, শিখনফল ইত্যাদি বিষয় যাচাই করে উক্ত শিক্ষার্থী শিক্ষকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা নিরূপণ করা হয়।

পর্ব-গ. আলোচনা ও অন্যান্য পদ্ধতিতে পাঠদানে শিক্ষার্থীর দক্ষতা প্রদর্শন এবং যোগ্যতা নিরূপণ

১. সমবেত অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫ টি দলে বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি দল ১টি বড় সাদা কাগজ ও স্কেচ পেন সহ কাজ শুরু করবেন। প্রত্যেক দলের পৃথক নামকরণ করা হবে এবং প্রতিটি দলের একজন দলনেতা মনোনীত হবেন। প্রত্যেক দলের সদস্যগণ পরস্পর আলোচনা করে প্রশ্নে বিবেচ্য কমপক্ষে পাঁচটি পয়েন্ট নোট করবেন । এই জন্য সময় দেয়া হবে ৫মিনিট।

২. প্রতিটি দল তাদের প্রণীত পয়েন্টগুলো সকলের উদ্দেশ্যে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন।

৩. প্রশিক্ষক মূল পয়েন্টগুলো চক বোর্ডে লিখবেন । প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর উপর প্রশিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করবেন।

সিমুলেশন পদ্ধতিতে পাঠদান কাজে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতে হয়। তাছাড়া অন্যান্য পদ্ধতি যেমন- প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন ইত্যাদি পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে। শ্রেণী পাঠদানে শিক্ষকের অবস্থা অনুযায়ী যে কোন পাঠদান পদ্ধতিতে পাঠদান গ্রহণযোগ্য। উদ্দীপক পরিবর্তনের সাথে সাথে আলোচনার বিষয় ও প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়। সে ক্ষেত্রে পাঠদান উপস্থাপন কৌশলও পরিবর্তিত হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষক

কীভাবে বিভিন্ন পাঠদান কৌশল একই শ্রেণী কক্ষে ব্যবহার ও সমন্বয় করেন সেটিই বিবেচ্য বিষয়।

মূল্যায়ন

ক. ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ-শিখনে দলীয় কাজ বলতে কী বুঝায় ?

খ. ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণে দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠদানের সুবিধাসমূহ কী কী ?

গ. সতীর্থ শিক্ষণ/ সিমুলেশন বলতে কী বুঝায় ?

ঘ. আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে সতীর্থ শিক্ষণ/ সিমুলেশনকে কীভাবে কার্যকর করা যায়?

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৭**

কর্মপত্র (Work Sheet)

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টি শিখন ক্ষমতার উপর আলোচনা: দলীয় কাজ,সতীর্থ শিক্ষণ বিস্তৃত কার্যক্রম

সতীর্থ শিক্ষণ ও সিমুলেশন/ছদ্মশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নের বিষয় গুলো সম্পাদন করা যেতে পারে।

সতীর্থ শিক্ষণ	লেনদেনের ধারণা ও পক্ষগুলোর বিবরণ দিন।
সিমুলেশন/ছদ্ম শিক্ষণ	১০ম শ্রেণীতে হিসাব বিজ্ঞানের ক্রয় বিক্রয় হিসাব, লাভ লোকসান হিসাব প্রস্তুতকরুন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টি শিখন ক্ষমতার উপর আলোচনাঃ দলীয় কাজ, সতীর্থ শিক্ষণ বিস্তৃত কার্যক্রম

সতীর্থ শিক্ষণ ও সিমুলেশন/ছদ্মশিক্ষণ

শ্রেণী কক্ষে শিক্ষণ ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। বহু প্রাচীন অথচ কার্যকর শিক্ষণ দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে, সতীর্থ শিক্ষণ ও সিমুলেশন। নিম্নে এ পদ্ধতি গুলো আলোচনা করা হল।

ক. সতীর্থ শিক্ষণ (Peer Teaching)

ইংরেজি Peer এর বাংলা প্রতিশব্দ সতীর্থ বা সমবয়সী। শিক্ষণ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ও সংযোজন হচ্ছে Peer Teaching। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, ধারণা ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেয়া হয় তাকে সমবয়সী শিক্ষণ বা Peer Teaching বলে।

বন্ড, কোহেন ও সামবনস সতীর্থ শিক্ষণের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে- ``Peer teaching involves students learning from and with each other in ways which are mutually beneficial and involves sharing knowledge, ideas and experience participants. The emphasis is on the learning process, including the emotional with support that learners after each other, as much as the learning itself.” ' সতীর্থ শিক্ষণ দ্বারা সহপাঠিদের পারস্পরিক অংশগ্রহণে জ্ঞান, দক্ষতা ও ধারণার বিনিময় হয়। এই পদ্ধতির গুরুত্ব হলো শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের ভাবাবেগ প্রকাশ করে এক জনের কাছ থেকে অন্য জন কিছু শিখতে পারে।'

সতীর্থ শিক্ষণে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ঃ

ক. শিক্ষণের জন্য সম্মিলিত পরিকল্পিত সমমনা দলের অধিবেশন (The collaborative planned peer teaching session.)

খ. একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি (The assessment process)

গ. পাঠ শেষে সমমনা দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থী কর্তৃক একটি নিজস্ব প্রতিবেদন পেশ (An extended written reflective statement by individual students about the peer teaching process.)

সতীর্থ শিক্ষণের গুরুত্বঃ

১. Professional learning team গঠন
২. উন্নত শ্রেণী ব্যবস্থাপনা ও মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধিকরণ
৩. শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগ্রতকরণ
৪. শিক্ষার্থীর সামাজিক ও বৌদ্ধিক দক্ষতা জাগ্রতকরণ
৫. স্ব-শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন
৬. জ্ঞানমূলক দক্ষতার উন্নয়ন

সতীর্থ শিক্ষণে শিক্ষার্থীর উন্নয়নের প্রক্রিয়াঃ

সতীর্থ শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়। সতীর্থ শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত সুবিধা পেতে পারে :

(১) দলের সাথে সহযোগিতা (২) বিষয়বস্তু আলোচনা (৩) অবস্থার বিভিন্নতা (৪) কাজের অভিজ্ঞতা লাভ (৫) শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর নির্ধারণ (৬) যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি (৭) দলের সদস্য হিসেবে শিখন (৮) শিখন প্রক্রিয়ায় পরস্পর নিজেদের সম্পৃক্তকরণ।

খ. ছদ্ম শিক্ষণ (Simulation)

ইংরেজি Simulation শব্দের অর্থ ভানকরা, ভূমিকা অভিনয় করা, ছদ্মবেশ ধারণ করা। শ্রেণী পাঠদান অনুশীলনের ক্ষেত্রে সিমুলেশন শব্দের বাংলা রূপ ছদ্ম শিক্ষণ। পাঠদান অনুশীলনের জন্য বাস্তব শিক্ষার্থী ও বাস্তব শ্রেণী কক্ষের পরিবর্তে কৃত্রিমভাবে শিক্ষার্থী ও শ্রেণীকক্ষ তৈরি করা হয়। কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠদান অনুশীলনের পদ্ধতিকে ছদ্ম শিক্ষণ বা সিমুলেশন বলা হয়। টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান অনুশীলনের সময় মাধ্যমিক স্কুল ফাঁকা না থাকা বা স্কুল বন্ধ থাকলে বা বাস্তব শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে প্রশিক্ষণরত সহ-

শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী সাজিয়ে একজন শিক্ষার্থী পাঠদান অনুশীলন করেন। এই পদ্ধতিই সিমুলেশন বা ছদ্ম শিক্ষণ।

বি.এড. শিক্ষার্থীরা সিমুলেশন এর মাধ্যমে তাদের শিক্ষণ ক্ষমতাকে নিম্নরুপে সমৃদ্ধ করতে পারে-

১. শ্রেণী পাঠদানের পরিবেশ তৈরি করা
২. অংশগ্রহণমূলক কৌশল আয়ত্বকরণ, ভূমিকাভিনয় করা
৩. কৃত্রিম শিক্ষার্থী হিসেবে শ্রেণী কক্ষের পরিবেশ তৈরি করা
৪. একই প্রক্রিয়ায় একবার শিক্ষক সেজে, আরেকবার পর্যবেক্ষক সেজে, আরেক বার শিক্ষার্থী সেজে পাঠদান অনুশীলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা
৫. অনুশীলন শেষে মূল্যায়ন ছকে সবল-দুর্বল দিক চিহ্নিত করা
৬. মূল্যায়ন ছকে ৩/৫/৭ পয়েন্টের রেটিং স্কেল তৈরি করা
৭. খোলা আলোচনার সময় সেন্ডউইচ (Sandwich) ফিডব্যাক দেয়া
৮. সিমুলেশন ক্লাশটিতে শিক্ষক-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা।

গ. দলীয় কাজ (Group Work)

শ্রেণী কক্ষে পাঠদানের সময় আলোচনা বা অন্যান্য কার্যক্রমকে সফল করার জন্য সমবেত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে পাঠদানের বিষয়বস্তু থেকে অনেকগুলো চিন্তামূলক প্রশ্ন তৈরি করে প্রত্যেক দলে এক বা একাধিক প্রশ্ন সমাধানের জন্য দেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষকের নির্দেশমত উত্তর ও দলগত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে এবং একক বা দলীয় ভাবে তা উপস্থাপন করে।

দলগঠন পদ্ধতি

মনোযোগ আকর্ষণ ও শৃংখলার স্বার্থে শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দল ভাগ করার সময় বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়:

(১) লটারীর মাধ্যমে (২) নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী (৩) মেধা, জেন্ডার, সংখ্যা গণনা, ইংরেজি বর্ণমালা বলা বা অন্য কোন পদ্ধতিতে (৪) মাছ, ফুল, ফল, পাখী, নদী বা অন্য কোন নামের সাথে সম্পর্ক রেখে দলের নাম ঠিক করে একই দলের সদস্যদের ঐ নামে সম্বোধন করা হয়।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৮**

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের ক্লাশে সকল শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও অর্জন যাচাই

ভূমিকা

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের অগ্রগতি/শিখন ফল পরিমাপ করা আবশ্যক। পাঠদান পরিবীক্ষণ দ্বারা পাঠদানের মান উন্নত হয়। এজন্য সুন্দর পরিকল্পনা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর অর্জনকে পরিমাপ করতে হলে দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা পর্যবেক্ষণপূর্বক অর্জন পরিবীক্ষণ করতে হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- শিক্ষণ-শিখন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও তার সাফল্য পরিমাপ করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. শিক্ষণ-শিখন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের ধারণা ও সংজ্ঞা

১. প্রশিক্ষক মূল প্রশ্নের আলোকে ১মিনিট চিন্তা করতে বলবেন ও পরে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন এবং কর্মপত্রের ফটোকপি সহকারে কাজ করতে বলবেন।

২. ২/৩ জন অংশগ্রহণকারীকে সংক্ষিপ্ত আলোচনার উপর মতামত উপস্থাপন করতে বলা হবে।

৩. প্রশিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বোর্ডে লিখবেন ও শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন।

বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের অগ্রগতি/ শিখন ফল পরিমাপ করা প্রয়োজন। শ্রেণী পাঠদান কাজটি যথাযথভাবে ও পদ্ধতিগতভাবে হয়েছে কিনা , শিক্ষক শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া কিরূপ, পাঠদান কলাকৌশল, পাঠ উপস্থাপন, ব্যবহৃত উপকরণ, শ্রেণীর সক্রিয়তা, কাজের ধরন ও মাত্রা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণপূর্বক পাঠদান শেষে রিপোর্ট করার নিয়মিত প্রক্রিয়াই শিখন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ। সাধারণত: প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটি পাঠই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান শিক্ষক/ সহযোগী শিক্ষক প্রদত্ত পাঠ পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও পাঠ উন্নয়নের জন্য উপকরণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। মূল কথা পাঠদান পরিবীক্ষণ দ্বারা পাঠ দানের মান উন্নত হয়।

পর্ব-খ. শিক্ষণ-শিখন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

১. সমবেত অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট কয়েকটি দলে বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি দলকে মূল প্রশ্নে বিবেচ্য কমপক্ষে পাঁচটি পয়েন্ট নোট করতে বলা হবে। এ জন্য সময় দেয়া হবে ৫মিনিট।

২. ২/১ টি দলকে তাদের প্রণীত বিষয়গুলো সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হবে।

৩. গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। অন্যান্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং তাদের খাতায় লিখবেন। যাদের মিলে যাবে তারা নোট বইতে টিক চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করবেন।

শ্রণীকক্ষে পাঠদান পরিবীক্ষণ শ্রেণী পাঠদানের মান উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । গতানুগতিক পাঠদানে শিক্ষার্থীর মেধা, জ্ঞান ও দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়না। তাই পাঠে বৈচিত্র্য আনয়ন, দৃষ্টিনন্দন উপকরণ ব্যবহার, শিক্ষকের উদ্দীপক পরিবর্তন, প্রশ্নকরণ, আলোচনায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহন ও সক্রিয়তা, দলীয় কাজ ও অন্যান্য কাজের ধরণ, সমস্যা

সমাধানের অনুশীলন, প্রদত্ত পাঠকে কার্যকর ও দীর্ঘ স্থায়ী করে। পাঠদানের মানকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও আন্তর্জাতিক করতে হলে শ্রেণী কক্ষে পাঠদানকে নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে।

পর্ব-গ. শিক্ষণ-শিখন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পদ্ধতি প্রয়োগ

১. সমবেত অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫ টি দলে বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি দল টেবিলে ১টি করে বড় সাদা কাগজ ও সাইন পেনসহ কাজ শুরু করবেন। প্রত্যেক দলের পৃথক নামকরণ করা হবে একজন দলনেতা মনোনীত হবেন। প্রত্যেক দলের সদস্যগণ পরস্পর আলোচনা করে প্রশ্নে বিবেচ্য কমপক্ষে পাঁচটি পয়েন্ট নোট করবেন । এ জন্য সময় দেয়া হবে ৫মিনিট।

২. প্রতিটি দল তাদের প্রণীত পয়েন্টগুলো সকলের উদ্দেশ্যে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন।

৩. প্রশিক্ষক মূল পয়েন্টগুলো চক বোর্ডে লিখবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর উপর শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হবে।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। শ্রেণী পাঠদানের তারিখ, শ্রেণী, বিষয়, প্রতিষ্ঠানের নাম, সময় , পিরিয়ড, শিক্ষকের নাম, পদবী, ইত্যাদি তথ্যসহ একটি চেক লিষ্ট তৈরি করে শ্রেণী পাঠদান পরিবীক্ষণ করতে হবে। পাঠদানের বিভিন্ন কলাকৌশল, দক্ষতা ও পাঠটীকার বিভিন্ন ধাপের কার্যক্রমের বিবরণ সমেত একটি প্রশ্নমালাসহ একটি চেক লিষ্ট তৈরি করে পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা করতে হবে। পরিবীক্ষণ শেষে পরিবীক্ষণকারীর নাম, পদবী ও তারিখ উল্লেখসহ প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও মন্তব্য উল্লেখ করতে হবে।

পর্ব-ঘ. শিক্ষণ-শিখন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও তার সাফল্য পরিমাপ

১. অংশগ্রহণকারীগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হবেন। প্রত্যেক দল একজন করে প্রতিবেদক লেখক নির্বাচন করবেন। প্রত্যেক দল মূল প্রশ্নের আলোকে নিবিড় ভাবে চিন্তা ভাবনা করে ৫টি করে পয়েন্ট লিখবেন।

২. প্রত্যেক দলকে তাদের চিহ্নিত পয়েন্টগুলো উপস্থাপন করতে বলা হবে।

৩. প্রশিক্ষক পয়েন্টগুলো সমন্বয় করবেন ও বোর্ডে লিখবেন। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী স্ব-স্ব খাতায় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহ লিখে নেবেন।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের দখল, আচরণিক পরিবর্তন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণপূর্বক ফলাফল রেকর্ড করা যেতে পারে। যদিও এরূপ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া খুবই জটিল তবুও কতগুলো অনুমিত সূচক ব্যবহার করে কিছু প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায়। শ্রেণী কক্ষের প্রদত্ত পাঠ শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞানকে নতুনভাবে আরও কতটুকু সমৃদ্ধ করেছে তার সম্ভাব্য পরিমাপসহ শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানকে যাচাই করা ও পরবর্তীতে ঐ জ্ঞানের কতটুকু সঞ্চালন ঘটাতে পারে তার পরিমাপ করা। যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে পারলে ঐরূপ ক্ষেত্রে সাফল্যের মাত্রাও পরিমাপ করা যায়।

মূল্যায়ন

ক. বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী ?

খ. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের ফলাফল পরিমাপ কীভাবে করা হয়?

গ. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

ঘ. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের কয়েকটি ক্ষেত্রের নামোল্লেখ করুন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৮**

কর্মপত্র (Work Sheet)

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের ক্লাশে সকল শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও অর্জন যাচাই

নিম্নের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পূর্বক পাঠের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা যায়।

পরিবীক্ষণের বিষয়	অগ্রগতির ধরন
দৃষ্টিভঙ্গি	সততা, বিশ্বস্ততা, মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব, দায়িত্ববোধ, সচেতনতা, আরোপিত কাজের স্বচ্ছতা, রুচিবোধ, যোগাযোগ ক্ষমতা ও দক্ষতা
উপস্থিতি	
পাঠে অংশগ্রহণ	
পরীক্ষার ফলাফল	
নেতৃত্ব	
প্রশ্নের উত্তরদানের দক্ষতা	
দলীয় কাজ	
সচেতনতা	
সামাজিকতা	

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৮**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের ক্লাশে সকল শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও অর্জন যাচাই

মনিটরিং

পরবর্তী মূল্যায়ন বা কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া হচ্ছে মনিটরিং। কোন প্রকল্প বা চলমান কাজের সমাপ্ত অংশের কাজের মান, সময়, ব্যয় ও অন্যান্য পরিচালনার উপর তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াই হল মনিটরিং।

পরিবীক্ষণ (Monitoring) এর সংজ্ঞা

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া যা পরবর্তী মূল্যায়নের জন্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা হয় (The process of gathering useful information to be collected & stored in readiness for later evaluation.)
- যা প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত সাফল্যের নির্দেশনা এবং পরিমাণ জ্ঞাপন করে (Seeks to identify and quantify the outcomes – intended or unintended)
- শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির নিয়মিত পর্যালোচনা (The regular checking of progress in different aspects of education.)
- অবস্থার অব্যাহত বিশ্লেষণ , মূল্যযাচাই এবং প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ (Collecting evidence whilst undertaking continuous analysis and assessment of the situation)
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মূল প্রশ্ন (Key question of monitoring & evaluation)
  ১. কি ঘটতে যাচ্ছে ? (What is happening?)
  ২. আমরা কি করছি ? (What are we doing in practice?)
  ৩. আমরা কি লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করছি ? (Are we doing what we intended to do?)

মনিটরিং এর নীতিমালা

১. চাহিদা নির্ধারণ ও দৃষ্টি ভঙ্গি উন্নয়ন

২. কাজের মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি

৩. সহযোগিতার নীতি

৪. সৃজনশীলতার উন্নয়ন

৫. শিক্ষকের আত্ম বিকাশের নীতি

৬. দায়িত্ব স্বীকার করার নীতি

৭. কর্তৃত্ব নয় বরং নেতৃত্বমূলক নীতি

শ্রেণীকক্ষ পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর ইন্ডিকেটর সনাক্তকরণঃ

মনিটরিং প্রসেস	ইনডিকেটর	চেক লিষ্ট
১. উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ ২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর সীমানা নির্ধারণ ৩. দায়িত্ব বন্টন ৪. কার্যকারণ নির্ধারণের উৎস ৫. প্রযুক্তি ও সামগ্রী নির্বাচন ৬. কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ৭. প্রাপ্যতার সমন্বয়	১. পরীক্ষার ফলাফল ২. মিথস্ক্রিয়া ৩. পর্যবেক্ষণ (শ্রেণী) ৪. শিক্ষার্থীর ফিডব্যাক ৫. সতীর্থ পর্যবেক্ষন ৬. জেন্ডার সংশ্লিষ্ট ভাষা ৭. সজীব/সক্রিয় শ্রেণী ৮. বলার দ্রুততা ও সঠিকতা (Fluency & Accuracy in speaking) ৯. উন্নত গণসংযোগ	১. চলমান প্রক্রিয়া (On going process) ২. তত্বাবধান (Supervision) ৩. তদারকি (Take care) ৪. ফলাবর্তন সংগ্রহ (Taking Feedback) ৫. বিশেষ স্তর পর্যন্ত অগ্রগতি (Go forward in a particular stage) ৬. মূল্যায়ন (Evaluation) ৭. মূল্যযাচাই (Assessment) ৮. মূল্য নিরুপণ (Appraisal)

Monitoring & evaluation related 3 questions (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের তিনটি প্রশ্ন)

What (কি)	**When (কখন)**	**Who (কে)**
Action	Time	Responsibilities
Supervision & observation	While working	Director/Principal/other teacher

Key Purposes of Monitoring and self-evaluation (পরিবীক্ষণ ও স্ব-মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য)

- শ্রেণী কক্ষের ভিতর ও বাইরের কার্যকারিতা, দায়বদ্ধতা (Accountability i. e. proving effectiveness to others – both inside and outside the classroom.)
- নির্ধারিত গুণগত মান উন্নয়নের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া (Self – accountability through self – evaluation i. e. an internal process aimed at improving the quality of provision.)
- শিক্ষাদানে সহকর্মীর মান উন্নয়নের পদ্ধতিগত মানোন্নয়ন (Promoting a culture of learning by involving staff and providing them with feedback.)
- বিভিন্ন দলের সমান কার্যকারিতা উন্নয়নের উপায় (Promoting equity by examining effectiveness for different groups.)
- ভবিষ্যৎ শিক্ষণ উন্নয়নের সুদৃঢ় ভিত্তি (Providing a firm basis for further teaching)
- কার্যকর পাঠদান বাস্তবায়ন ও নিশ্চিতকরণ (Ensuring the purpose of teaching is implemented effectively.)

Types of monitoring and self-evaluation (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রকারভেদ)

১. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট (Monitoring and evaluation for specific purposes)

২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমস্যা সংশ্লিষ্ট (Monitoring and evaluation that deals with problems)

৩. কার্যকর পাঠদান বাস্তবায়ন ও নিশ্চিত করা সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring and evaluation for ensuring the effective implementation of an affective class.)

৪. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যক্তি ও পেশাকে উন্নয়ন করে পরিবর্তন আনে (Monitoring and evaluation to lead and manage change and development of persons or professions.)

শিক্ষাদান কাজের সবল ও দুর্বল দিকগুলো বিশ্লেষণ করে প্রাথমিকভাবে পরিবর্তনের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করা হয়। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট কাজের কার্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং পরিবর্তনের সূচক ও প্রভাবক সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ সনাক্ত করা হয়। (Change can be initiated by presenting a range of factual, accurate and analytical information on the strengths and weaknesses of the class teaching. The evidence from monitoring and evaluation can provide the catalyst for change and ensure that the development process stays on the course of action in specific job.)

শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাই

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ ক্লাশে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু থেকে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে। শ্রেণী শিক্ষক ও দলীয় সতীর্থদের সাথে মত বিনিময়ের সময় অনেক কঠিন বিষয় সহজ ও বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠে। শিক্ষাদান অনুশীলনের ক্ষেত্রে শ্রেণী কার্যক্রমের দক্ষতা পরিমাপের প্রয়োজন পড়ে। প্রশিক্ষণকালে শিক্ষণার্থীরা যে সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে অনুশীলনের সময় তার যথার্থ প্রয়োগ করতে পারলে শিখন পরিপূর্ণ হয়। যদি অনুশীলনে ত্রুটি থাকে তবে পাঠের কার্যকারিতা থাকে না। শারীরিক মানসিক ও পারিপার্শ্বিক দিক থেকে শিক্ষক যখন অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে শ্রেণী কক্ষে প্রয়োগ করার মানসিক ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন হয়েছে বলা যায়।

যে কোন শিখনেই অর্জনের অগ্রগতি থাকে। শিক্ষকতার প্রশিক্ষণে পাঠদান অনুশীলনে শিক্ষার্থীর অর্জন থাকবে এবং তা পরিমাপ যোগ্য হবে। এই অর্জনকে পরিমাপ করতে হলে দক্ষ প্রশিক্ষককে দিয়ে পর্যবেক্ষণ পূর্বক অর্জন পরিবীক্ষণ করতে হবে।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৮**

নির্দেশিত কাজ (Directed Study)-২

বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের ক্লাশে সকল শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও অর্জন যাচাই

লক্ষ্য: ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও অর্জন যাচাইয়ের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা আহরণ করা।

সংগঠন প্রক্রিয়া: ৪/৫ জন শিক্ষার্থী সমন্বয়ে শ্রেণীতে দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলের দলনেতাগণ প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব দলের সদস্যদের সংগঠিত করবেন ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অতঃপর প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল ভিত্তিক লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করা পূর্বক টিউটরের কিছু মতামত সংগ্রহ করবেন।

প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলকে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে বলবেন:

১. প্রত্যেক দলের সদস্যগণকে পরিবীক্ষণের সংজ্ঞা নিরূপণ ও এর মাধ্যমে অর্জন যাচাই করার কৌশল গুলো চিহ্নিত করতে হবে।

২. অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পদ্ধতিসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

৩. শিক্ষার্থীদের যথাযথ ভাবে পরিবীক্ষণের সূচক সমূহ সণাক্ত করতে হবে।

৪. ক্লাশের বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ শেষে ফলাফল পরিমাপের একটি তালিকা/ চেক লিষ্ট প্রণয়ন করতে হবে।

৫. শিখন প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও অর্জন যাচাইয়ের কয়েকটি ক্ষেত্র সনাক্ত করে অর্জন পরিমাপের কৌশল চিহ্নিত করতে হবে।

৬. প্রত্যেক দলের সদস্য ও দলনেতাদের মুক্ত আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ চূড়ান্ত করতে হবে।

৭. এক পৃষ্ঠার রিপোর্টে সারাংশ / মতামত/ ছক/ প্রধান সুপারিশ তৈরি করে অন্য সহপাঠী কর্তৃক (peer group evaluation)মূল্যায়ন করবেন।

প্রদেয় সামগ্রীঃ

প্রত্যেক দলনেতা ২টি করে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন/সমস্যা ও সম্পাদিত প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

সম্পন্ন করার সময় : কাজ শুরু করার ১ সপ্তাহের মধ্যে সমাপ্ত করে অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে অবসর সময়ে বসে কাজের পূর্ণতা, দূর্বল দিক নিয়ে আলোচনা্ করবেন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৯**

বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষে মেয়ে ও ছেলে উভয় প্রকার শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের পরিকল্পনা

ভূমিকা

সহ-শিক্ষণ বিদ্যমান রয়েছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় শিক্ষককে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সমতা বিধান করে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। শিক্ষকের এরূপ মানসিক সচেতনতা বজায় রেখে পাঠদান কাজকে জেন্ডার সমতার পরিবেশ মনে করা হয়। আইন ও সমাজের দৃষ্টিতে ছেলে-মেয়ে এবং নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। দেশ, জাতী এবং সমাজ গঠনেও সকলের ভূমিকা সমান। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয় ৩০টি ধারা সম্বলিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- শিক্ষণ-শিখনে জেন্ডার সমতা আনয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখনে জেন্ডার সমতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখনে জেন্ডার ভিত্তিক মনোযোগ আকর্ষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখনে জেন্ডার ভিত্তিক মনোযোগ আকর্ষণের সার্থক পরিকল্পনা করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখনে জেন্ডার সমতা আনয়নের পরিবেশের ধারণা

১. সমবেত অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মূল প্রশ্নের আলোকে দুই মিনিট চিন্তা করতে বলা হবে।

২. ২/৩ জন অংশগ্রহনকারীকে তাদের প্রণীত প্রশ্নের উপর মতামত উপস্থাপন করতে বলা হবে।

৩. প্রশিক্ষক মূল প্রশ্নের আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন।

শ্রেণী কক্ষে পাঠদানের সময় সহ-শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষককে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সমতা বিধান করে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। ছেলে ও মেয়ে অর্থাৎ নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদর্শনই হচ্ছে জেন্ডার সমতা। তাই শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জেন্ডার সমতা বিধান করেই পাঠদানের পরিকল্পনা করা ও কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত। বয়স, মেধা ও দক্ষতার পরিমাপে মেয়ে ও ছেলে উভয়েই সমান এই বিবেচনায় শ্রেণীর যাবতীয় কাজ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষকের এরূপ মানসিক সচেতনতা বিদ্যমান রেখে পাঠদান কাজকে জেন্ডার সমতার পরিবেশ বলে মনে করা হয়।

পর্ব-খ. শিক্ষণ-শিখনে জেন্ডার সমতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

১. সমবেত অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট কয়েকটি দলে বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি দলকে মূল প্রশ্নে বিবেচ্য কমপক্ষে পাঁচটি পয়েন্ট নোট করতে বলা হবে। এ জন্য সময় দেয়া হবে ৫ মিনিট।

২. ২/১ টি দলকে তাদের প্রণীত বিষয়গুলো সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হবে।

৩. গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং স্ব স্ব খাতায় লিখবেন। যাদের মিলে যাবে তারা নোট বইতে টিক চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করবেন।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় সহ-শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের পাঠের প্রতি সমানভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। ছেলে ও মেয়ে অর্থাৎ নারী ও পুরুষ আইন ও সমাজের দৃষ্টিতে সমান । তাই শ্রেণী কক্ষে জেন্ডার সমতা রেখেই পাঠদানের পরিকল্পনা করা হয়। পাঠদানের পর পরীক্ষায় দেখা যায় মেয়েরা ছেলেদের সাথে বয়স, মেধা ও অন্যান্য বিষয়ের উপর দক্ষতার পরিমাপের ক্ষেত্রে উভয়েই সমানভাবে ভূমিকা রাখছে। তাই সারা বছর ধরে শ্রেণী কক্ষে মেয়ে ও ছেলে উভয়ের সমান অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনে নারী পুরুষ উভয়ের ভূমিকা সমান।

পর্ব-গ. শিক্ষণ-শিখনে জেন্ডার ভিত্তিক মনোযোগ আকর্ষণ প্রক্রিয়া

১. সমবেত অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫ টি দলে বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি দল ১টি করে বড় সাদা কাগজ ও স্কেচ পেনসহ কাজ শুরু করবেন। প্রত্যেক দলের পৃথক নামকরণ করা হবে। একজন দলনেতা মনোনীত হবেন। প্রত্যেক দলের সদস্যগণ পরস্পর আলোচনা করে প্রশ্নে বিবেচ্য কমপক্ষে পাঁচটি পয়েন্ট নোট করবেন । এ জন্য সময় দেয়া হবে ৫মিনিট।

২. প্রতিটি দল তাদের প্রণীত পয়েন্টগুলো সকলের উদ্দেশ্যে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন।

৩. প্রশিক্ষক মূল পয়েন্টগুলো চক বোর্ডে লিখবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর উপর শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হবে।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সমতা বিধান করে গণতান্ত্রিকভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। ছেলে ও মেয়ে উভয়কে প্রশ্ন করাসহ যাবতীয় কাজে সমান অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। সাধারণত: দলীয় কাজ, নেতৃত্ব, একক/যৌথ উপস্থাপন, সমমনা দল, জোড়া গঠন, বাড়ির কাজ সম্পাদন,পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে জেন্ডার ভিত্তিক ছেলে ও মেয়েদের দলগঠন ও প্রাত্যহিক কাজে সমান অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে এবং সমানভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে।

পর্ব-ঘ. শিক্ষণ-শিখনে জেন্ডার ভিত্তিক মনোযোগ আকর্ষণের সার্থক পাঠদান পরিকল্পনা

১. অংশগ্রহণকারীগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হবেন। প্রত্যেক দল বড় কাগজে মূল প্রশ্নের আলোকে নিবিড় ভাবে চিন্তা ভাবনা করে ৫টি করে পয়েন্ট লিখবেন।

২. প্রত্যেক দলকে সকলের উদ্দেশ্যে তাদের চিহ্নিত পয়েন্টগুলো উপস্থাপন করতে বলা হবে।

৩. প্রশিক্ষক সকল দলের পয়েন্টগুলো সমন্বয় করে বোর্ডে লিখবেন এবং প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করবেন। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী স্ব-স্ব খাতায় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহ লিখে নেবেন।

শ্রেণী কক্ষে সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সমস্যা সমাধান, প্রশ্নের উত্তর আদায়, প্রশ্ন তৈরী, দলীয় কাজ, নির্ধারিত কাজ, জোড়া গঠন ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে পাঠদানের পরিকল্পনায় জেন্ডার সমতা ইস্যুটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ছেলে ও মেয়ে অর্থাৎ নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ইতিবাচক কাজে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষককে কর্মসূচি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে ।

মূল্যায়ন

ক. জেন্ডার সমতা ইস্যু কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।

খ. শ্রেণীকক্ষে ছেলেমেয়েদের সমানভাবে মনোযোগ আকর্ষণ প্রয়োজন কেন?

গ. কীভাবে শ্রেণী কক্ষে জেন্ডার সমতা বজায় রাখা যায়?

ঘ. শ্রেণীকক্ষে জেন্ডার সমতা ইস্যুটি অনুশীলনের সামাজিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৯**

কর্মপত্র (Work Sheet)

বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষে মেয়ে ও ছেলে উভয় প্রকার শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের পরিকল্পনা

নিম্নের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পূর্বক ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের মাত্রা পরিমাপ করা যেতে পারেঃ

বিবেচ্য বিষয়/উপাদান	কর্মকান্ডের পদ্ধতি/বিবরণ
বাড়ির কাজ মূল্যায়ন	ছেলে মেয়ে উভয় প্রকার শিক্ষার্থীকে সমানভাবে তাদের বাড়ির কাজ, হাতের কাজ, নৈপুন্য ও তৎপরতাকে মূল্যায়ন করতে হবে।
শ্রেণীকক্ষে আসন ব্যবস্থাপনা	মেয়ে ও ছেলে উভয় শিক্ষার্থীদের আসন গ্রহণের উন্মুক্ত সুযোগ থাকবে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক আসন থাকা উচিত নয়।
দলীয় কাজে অংশগ্রহণ (group work)	
ব্যবহারিক কাজে অংশগ্রহণ	
শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নোত্তর	
সমমনা দল গঠন	
পোষ্টার উপস্থাপন/চক বোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড ব্যবহার	
বিতর্ক প্রতিযোগিতা	
সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা	
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা	
জাতীয়/রাষ্ট্রীয়/সামাজিক/ধর্মীয়/অনুষ্ঠান পরিচালন	
সমাজ কর্ম ও আত্মকর্ম সংস্থান	

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৯**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষে মেয়ে ও ছেলে উভয় প্রকার শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের পরিকল্পনা

শ্রেণী কক্ষে জেন্ডার সচেতনতা

জেন্ডারঃ বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণে জেন্ডার বা লিঙ্গ শব্দটি আমাদের চিরচেনা। শিক্ষিত মহলে জেন্ডার শব্দটি বহুল পরিচিত। পুরুষ বা স্ত্রীবাচক বুঝাতে এই শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে জেন্ডার শব্দটি লিঙ্গ ছাড়াও অনেক ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর দ্বারা বর্তমানে সামাজিক ভাবে নারী ও পুরুষের সম্পাদিত ভূমিকা বা দায়িত্বকে বুঝায়। লিঙ্গ বুঝাতে Sex শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

১৯৭০ সালে Ann Oakley প্রথমে জেন্ডার শব্দটি ভিন্নার্থে ব্যবহার করেন। জেন্ডার শব্দটি দ্বারা একজন নারী ও একজন পুরুষের পরিচয় বা কার্য নির্দেশ করে। সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা, কর্ম, অধিকার, দায়িত্ব, আচরণিক শুদ্ধতা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি জেন্ডার দ্বারা নির্বাচিত হয়। এক কথায় জেন্ডার হল সমাজ সৃষ্ট ও আরোপিত, সমাজ সংস্কৃতি ভিত্তিক, আচার-আচরণগত এবং স্থান, কাল, পাত্র ভেদে বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তনযোগ্য। অন্যদিকে সেক্স বা লিঙ্গ হচ্ছে প্রাকৃতিক বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য যা পূর্ব নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়।

সেক্সের বৈশিষ্ট্য

১. সেক্স মানুষের জৈবিক/শারীরিক পার্থক্য;
২. সেক্স জন্মগত ভাবে নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়;
৩. সেক্স স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত এবং কোনরূপ পরিবর্তনের ঘটনা অলৌকিক।

জেন্ডার নির্ধারণের লক্ষ্যণীয় দিক

১. নারী পুরুষের প্রত্যাশিত আচরণ ও দায়িত্ব যা পূর্ব নির্ধারিত নয়।
২. প্রত্যাশিত আচরণের উৎপত্তি হয় পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে।
৩. সমাজ ব্যবস্থা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নারী পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আশা, আকাঙ্খা ও আচরণ নির্ধারিত হয়।

৪. সময়, সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্ম ও সংস্কৃতির কারণে এটি পরিবর্তিত হয়।

৫. সমাজ কাঠামোয় নারীদের অধস্তন অবস্থান, সীমিত সুযোগ ও অধিকার পরিবর্তন ও নিরসনযোগ্য তা চিরস্থায়ী নয়।

৬. সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব।

জেন্ডার সমদর্শিতা (Gender Equity)

সমাজের পশ্চাৎপদ ও অধিকার বঞ্চিত মানুষেরা (নারী-পুরুষ) যাতে সকল নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে এমন ধারণার বিকাশই হচ্ছে জেন্ডার সমদর্শিতার মূল কথা।

শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

১. বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্যের ব্যাপারে সকলকে সচেতন করে তোলা;

২. জেন্ডার বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও সুশিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা;

৩. দেশ ও জাতির উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৪. মানবাধিকার ও নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা;

৫. সকলের জন্য গুণগত শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধন;

৬. দক্ষ জনশক্তি, ব্যক্তি ও কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাসকরণ;

৭. সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা;

৮. শিক্ষার সকল স্তরে জেন্ডার সংবেদনশীল শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ করা;

৯. মানুষের বাস্তব জীবন, জৈবিক বিষয়, সুস্থ মা ও শিশু সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলা;

১০. নারী-পুরুষের অধিকার, সামাজিক মর্যাদা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;

১১. জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

জেন্ডার পরিবীক্ষণ

নারী পুরুষ সমদর্শীতার উপর ভিত্তি করে প্রণীত কাজের অগ্রগতি খোঁজ খবর করার প্রক্রিয়াই হল জেন্ডার পরিবীক্ষণ। এ পরিবীক্ষণের মাধ্যমে কোন একটি কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা পরিকল্পনা অনুসারে তা তদারক করা এবং সেই কর্মসূচী বাস্তবায়নকালে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে তা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জেন্ডার পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নির্দেশক চিহ্নিত করা। প্রকল্প বা কর্মসূচী বিশেষে এই পরিবীক্ষণের নির্দেশক ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে। জেন্ডার পরিবীক্ষণের মৌলিক নির্দেশক হচ্ছে জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার চাহিদা সনাক্তকরণ। নারী কর্তৃক পরিচালিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচী

ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন ধরনের প্রভাব ফেলেছে, এ উন্নয়নের ফলে নারীর কোন ধরনের জেন্ডার চাহিদা (বাস্তবমুখী/কৌশলগত) পূরণ হচ্ছে তা চিহ্নিত করণের মাধ্যমে মূলত জেন্ডার পরিবীক্ষণ করা হয়।

Oxford Advanced Learner's Dictionary অনুসারে sex হচ্ছে "The state of being male or female" আর gender হচ্ছে "The condition of being male or female". জেন্ডার শব্দটির অভিধানিক অর্থ লিঙ্গ। সাধারণত ব্যাকরণেও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ চিহ্নিত করার জন্য। যেমন- পুং লিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গ। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে উন্নয়ন কর্মকান্ড সংক্রান্ত পরিকল্পনায় জেন্ডার ভিন্ন ও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। একজন পুরুষ বা নারী হিসেবে প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী, পুরুষের স্বাতন্ত্র্য কিংবা শরীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনীয়। আর জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী, পুরুষের পরিচয়। সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী, পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী, পুরুষের ভূমিকা পরিবর্তনীয়। সেক্স বা লিঙ্গ হচ্ছে নারীত্ব ও পুরুষত্বের জৈবিক বা শারীরিক উপাদান, আর নারী ও পুরুষ সম্বন্ধীয় মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক বোধ হচ্ছে জেন্ডার। জেন্ডার তাই সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষ কি রকম চিন্তা করছে, কি ভাবছে, কি ধরনের কাজ করছে, সে ধারনা প্রদান করে। নারী ও পুরুষের কার কি রকম পোষাক-পরিচ্ছদ হবে, কে কি রকম আচার আচরণ করবে, আশা-আকাংখা প্রত্যাশাগুলো কার কি রকম হবে তা প্রকাশ করে জেন্ডার। যেমন, প্রচলিত জেন্ডার ধারনায় নারীরা হলো দুর্বল, কোমল হৃদয়, আবেগ প্রবণ, শান্ত, নম্র। আর পুরুষেরা হলো কঠোর, সরল, যুক্তিবাদী ইত্যাদি। এ ছাড়াও জেন্ডার সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের ভূমিকা কি তাও নির্ধারণ করে। যেমন যুগ যুগ ধরে রান্না-বান্না, সন্তান লালন পালনসহ ঘরের কাজ নারীর উপর ন্যাস্ত। আর আয়-উপার্জন, বিচার, সালিশ, রাজনীতি ইত্যাদি বাইরের কাজ পুরুষেরা করে আসছেন। কিন্তু এ সব বিষয় দেশ বা সংস্কৃতি ভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন হয় তা ইউরোপীয় নারী ও পুরুষ এবং বাংলাদেশী নারী ও পুরুষের ভূমিকার তুলনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা ইউরোপের একজন নারী এবং বাংলাদেশের নারী উভয়েই একই লিঙ্গ অর্থাৎ তারা উভয়েই মেয়ে হলেও তাদের কাজ, ভূমিকা, আচার, আচরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। ইউরোপে একজন নারী অবাধে তার পছন্দ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পরতে পারে, অবাধে চলাফেরা করতে পারে, পুরুষের মত কাজ কর্ম বা সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের একজন নারীর পক্ষে পুরুষের মত স্বাধীনভাবে সব রকমের সামাজিক ভূমিকা পালন করা সামাজিক কারণে এখনও সম্ভব নয়। যেহেতু এই সব বিষয় সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত তাই

সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে অর্পিত নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য, আচার আচরণ ও ভূমিকা পরিবর্তিত হয়।

মানবাধিকার ও পুরুষ-নারী বৈষম্য বিরোধী সার্বজনীন ঘোষণাপত্র

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয় ৩০টি ধারা সম্বলিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা। এতে মৌল অধিকার, মানুষের মর্যাদা ও মূল্য, ছোট বড় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের প্রতি আস্থা রাখার অঙ্গীকার করা হয়।

তাছাড়া ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ৩০টি ধারা সংবলিত অন্য আর একটি ঘোষণাপত্র সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষিত হয়। তা হল - ‘‘Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.” উল্লেখ্য বাংলাদেশ এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। এই কনভেনশনের মূল বক্তব্য হচ্ছে- ‘‘. . . the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace require the maximum participation of women an equal terms with men in all fields.”

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানেও নারী-পুরুষের বৈষম্য রোধ ও সকলের সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৩৯**

নির্দেশিত কাজ

''আমি এখন থাকি অস্টিন, টেক্সাস, আমেরিকাতে। এখানে একটা "River Authority"-এর পানি সম্পদ জাতীয় ব্যাপারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাঝে মাঝে ভাবি, বাংলাদেশের মেয়ে, যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি তখন আমাদের ব্যাচ এর আগে হাতেগোনা কিছু মেয়ে পড়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং - এরকম একটা ইউনিক পড়ালেখার অভিজ্ঞতা এবং এখনও বলতে গেলে ইউনিক বিদেশী মেয়ে কিন্তু এখানকার পানি সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়ে আমি মোটামুটি বিশেষজ্ঞ-এসব আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিভাবে হয় ? তার মানে অবশ্য এই নয় যে, সবকিছু আমি খুব সহজে পেয়েছি বা পাচ্ছি এখন। অনরবত struggle করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। পরিতৃপ্তিটা এই যে, কষ্টের ফল কিছু পাচ্ছি। আমার ধারণা যে, মেয়ে বলে পরিশ্রমটা অনেক জায়গাতে বেশি করতে হয়।'' [হোসেন, ম (২০০৫): নারীর শিক্ষা ও জীবন সেকাল ও একাল, পৃ: ১০৬]

উপরের অংশটি পাঠ করে এর উপর চারটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন তৈরি করুন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪০**

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক যখন সীমিত সময়ের মধ্যে পাঠদানের কতকগুলো দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পান, তখন তাকে মাইক্রোটিচিং বা অনুশিক্ষণ বলে। অনুশিক্ষণ একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা বা পাঠদান পদ্ধতির একটি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। এটি দক্ষতা ভিত্তিক এক ধরনের প্রশিক্ষণ কৌশল। শিক্ষণের সবগুলো কৌশল হতে ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে এক একটি করে কৌশল আয়ত্ব করা হয়। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুশিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। একে সরাসরি কোন পদ্ধতি বলা যায় না। পাঠদানের দক্ষতাগুলোকে শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে সীমিত সময়ে সচেতনভাবে প্রয়োগ করেন। শিক্ষক সাথে সাথেই শিক্ষার্থীকে তার পাঠদানের ফলাফল জানিয়ে দেন। এতে করে ভুল ত্রুটি সংশোধন করা যায়। পাঠদান ভিডিও টেপ করা হলে তা দেখে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করা যায়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- অনুশিক্ষণের কৌশল বা দক্ষতাগুলোকে পাঠ পরিকল্পনায় প্রয়োগ করতে পারবেন।
- অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।
- অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. অনুশিক্ষণের সংজ্ঞা

১. অংশগ্রহণকারীবৃন্দ প্রতি দুজন জুটি বেঁধে অনুশিক্ষণের একটি সংজ্ঞা তৈরি করবেন।

২. অংশগ্রহণকারী ২/১ টি জুটিকে অনুশিক্ষণের সংজ্ঞা অধিবেশনে পাঠ করে শোনবেন।

নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক যখন সীমিত সময়ের মধ্যে পাঠদানের কতগুলো দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পান, তখন তাকে মাইক্রোটিচিং বা অনুশিক্ষণ বলে।

পর্ব-খ. অনুশিক্ষণের কৌশল বা দক্ষতাগুলোকে পাঠ পরিকল্পনায় প্রয়োগ

১. অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ সম্মিলিত অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন এবং অনুশিক্ষণের কৌশল বা দক্ষতাগুলোকে পাঠ পরিকল্পনায় প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

২. আলোচনার সময় শিক্ষক অনুশিক্ষণের কৌশল বা দক্ষতাগুলো পাঠ পরিকল্পনায় প্রয়োগ ও পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবেন।

অনুশিক্ষণের কৌশল বা দক্ষতাগুলো পাঠ পরিকল্পনায় প্রয়োগঃ

১. উদ্দীপনার তারতম্য (Variation of Stimulus);
২. পাঠ উপস্থাপনা (Presentation of Lesson);
৩. বল বৃদ্ধিকরণ বা সুদৃঢ়করণ (Re-inforcement);

পর্ব-গ. অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ

১. শিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। এবং প্রতিটি দল অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধা সম্পর্কে ৫টি অথবা তার চেয়ে বেশি পয়েন্ট চিহ্নিত করবেন।

২. প্রতিটি দল তাদের প্রণীত কাজের তালিকা ও বিবরণ শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর উপর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হবে।

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহঃ

১. এ পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রেণীর শৃংখলা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

২. এটি শ্রেণীর পরিধি, আকার এবং সময়কে কমিয়ে শিক্ষাদানকে ফলপ্রসূ করে তোলে।

৩. এতে শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষক নিজেরাই পাঠ মূল্যায়ন করতে পারেন।

পর্ব-ঘ. অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধাসমূহ

১. শিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন এবং প্রতিটি দলে একজন করে প্রতিবেদন লেখক হবেন। প্রতিটি দল অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধা সম্পর্কে একটি পোস্টার প্রস্তুত করবেন।

২. লেখক পোস্টারটি সকলের সামনে তুলে ধরবেন এবং দলের নির্বাচিত প্রধান ৫টি অসুবিধা ব্যাখ্যা করবেন।

৩. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক দলের প্রধান ৫টি অসুবিধা নিজ নিজ খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধাসমূহঃ

১. এ পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

২. এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনায় স্বল্প সময়ে সকল কাজ শেষ করা যায় না।

৩. এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনা অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে মধ্যে ফলপ্রসূ হয় না।

মূল্যায়ন

ক. অনুশিক্ষণ কি?

খ. অনুশিক্ষণের কৌশল বা দক্ষতাগুলোকে পাঠ পরিকল্পনায় কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়?

গ. অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ কি কি?

ঘ. অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধাসমূহ কি কি?

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪০**

কর্মপত্র (Work Sheet)

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরীক্ষাকরণের চেকলিষ্ট:

অনুশিক্ষণের বিষয়বস্তু	শিক্ষকের তৎপরতা				মিথস্ক্রিয়ার ধরণ				মন্তব্য
	উত্তম	সন্তোষ জনক	ভাল	মোটামুটি	উত্তম	ভাল	মোটামুটি	নিম্ন মানের	
	৪	৩	২	১	৪	৩	২	১	
কুশল বিনিময়									
শ্রেণী ব্যবস্থাপনা									
উদ্দীপকের তারতম্য									
পাঠ উপস্থাপন									
প্রশ্নকরন									
শিক্ষকের নীরবতা ও ভাষাহীন ইংগিত									
বিষদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার									
বাচন ভঙ্গি ও পরিকল্পিত পুনরাবৃত্তি									
বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ব্যবহার									
শিক্ষকের প্রাণবন্ততা									
দলগত আলোচনায় উৎসাহ দান									
প্রশংসা ও তিরস্কার									
একক ও দলীয় কাজের সমন্বয়									

অনুশিক্ষণের বিষয়বস্তু	শিক্ষকের তৎপরতা				মিথস্ক্রিয়ার ধরণ				মন্তব্য
	উত্তম	সন্তোষ জনক	ভাল	মোটামুটি	উত্তম	ভাল	মোটামুটি	নিম্ন মানের	
	৪	৩	২	১	৪	৩	২	১	
আচরণ ও সহযোগিতার ধরণ									
পায়চারী ও শ্রেণী নিয়ন্ত্রণ									
বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ব্যাখ্যাদান									
জেন্ডার সচেতনতা									
সময় ব্যবস্থাপনা									
পাঠমূল্যায়ন ও সারাংশ আদায়									
বাড়ির কাজ প্রদান									
সমাপ্তি ভাষণ/উপসংহার									

প্রশ্নঃ

১। চেকলিষ্টের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরীক্ষা করে সম্ভাব্য দুর্বলতা নিরসনের সুপারিশ করুন।

২। পাঠদান মূল্যায়নের জন্য প্রণীত চেকলিষ্ট উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন?

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪০**

মূল শিখনীয় বিষয়

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

অনুশিক্ষণ (Micro Teaching) ঃ

অনুশিক্ষণ হলো একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা বা পাঠদান পদ্ধতির একটি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত কলা কৌশলের মাধ্যমে পাঠদান কার্যের প্রশিক্ষণ দেয়া বা অভ্যাস করা হয়। এটা হচ্ছে দক্ষতা ভিত্তিক এক ধরণের প্রশিক্ষণ কৌশল।

মাইক্রো (Micro) বা অণু শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Mikros' থেকে এসেছে যার অর্থ 'খুব ছোট'। শিক্ষণের সবগুলো কৌশল হতে ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে এক একটি করে কৌশল আয়ত্ব করা হয়। সামগ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌলিক কৌশল বা অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি দক্ষতাকে পৃথকভাবে অনুশীলন করা হয়। নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক যখন সীমিত সময়ের মধ্যে পাঠদানের কতগুলো দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পান তখন তাকে মাইক্রোটিচিং বা অনুশিক্ষণ বলে। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার স্টানফোর্ড (Stanford) বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুশিক্ষণ নামে এ শিক্ষণ পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হয়। এটা সরাসরি কোন পদ্ধতি নয়। পাঠদানের অনেকগুলো দক্ষতাকে শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে সীমিত সময়ে সচেতন ভাবে প্রয়োগ করেন।

এটা এমন এক ধরণের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষণ দক্ষতা বার বার অভ্যাস করে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব। অনুশিক্ষণে বাস্তব শিক্ষণের বিভিন্ন দক্ষতা, ছাত্র সংখ্যা, সময়, বিষয়বস্তু ইত্যাদি কমিয়ে আনা হয় বলে এটাকে অনেকে ক্ষুদ্রায়িত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ বলেও অভিহিত করেন। এর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিক্ষক বা সুপারভাইজার সাথে সাথেই শিক্ষার্থীকে তার পাঠদানের ফলাফল জানিয়ে দেন এবং তার মাধ্যমে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা যায় অথবা পাঠদান ভিডিও টেপ করে সেটা দেখে নিজের ভুল নিজে নিজেই সংশোধন করা সম্ভব।

অনুশিক্ষণের কৌশল বা দক্ষতাগুলোকে পাঠ পরিকল্পনায় প্রয়োগঃ

স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত অনুশিক্ষণের ১৪টি কৌশল বা দক্ষতা আছে। নিম্নে এ কৌশল বা দক্ষতাগুলো উপস্থাপন করা হলোঃ

১। উদ্দীপকের বৈচিত্র্য আনয়ন (Variation of Stimulus);

২। পাঠ উপস্থাপনা (Presentation of Lesson);

৩। বল বর্ধক কৌশল (Re-inforcement);

৪। অনুসন্ধানমূলক বা পরীক্ষামূলক প্রশ্ন উত্থাপন (Investigative Question);

৫। প্রশ্নকরণের দ্রুততা (Fluency in Questioning);

৬। উচ্চমানের প্রশ্নকরণ (Qualitative Questioning);

৭। বিভিন্নমুখী প্রশ্ন (Different type of Questions);

৮। উপসংহার (Conclusion);

৯। শিক্ষকের নিরবতা ও ভাষাহীন ইংগিত (Teacher's silence & non-verbal cues);

১০। মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি (Approval of effective manner);

১১। বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার (Example & elaborate discussion);

১২। বাচনভঙ্গি (Expression);

১৩। পরিকল্পিত পুনরুক্তি (Planned Repetition);

১৪। সংযোগ সাধন বা অবহিতকরণের সম্পূর্ণতা (Conjunction)।

এ ১৪টি কৌশল বা দক্ষতার সাথে ক্যালিফোর্নিয়ার 'ফারওয়েস্ট' ল্যাবরেটরী আরও ৪টি কৌশল বা দক্ষতা সংযোজন করেন। যথা-

১। শ্রবণ-দর্শন উপকরণের ব্যবহার (Uses of audio-visual aids);

২। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের প্রাণবন্ততা (Teacher's Cordiality);

৩। শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় উৎসাহ দান (Encouraging group discussion);

৪। শিক্ষকের ব্যাখ্যা প্রদান (Teacher's Explanation)।

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহঃ

আধুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলাকৌশলের ক্ষেত্রে অনুশিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনার প্রায়োগিক গুরুত্ব অনেক বেশি। এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনার ব্যবহারিক সুবিধা নিম্নরূপঃ

১। এ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রেণীর শৃংখলা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

২। এটি শ্রেণীর পরিধি, আকার এবং সময়কে কমিয়ে শিক্ষাদানকে ফলপ্রসূ করে তোলে।

৩। এতে শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষক নিজেই পাঠ মূল্যায়ন করতে পারেন।

৪। এতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের সুযোগ থাকে।

৫। অনুশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের আচরণের পরিবর্তন ঘটানো যায়।

৬। এর মাধ্যমে শিক্ষকের অর্ন্তদৃষ্টি এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৭। এর মাধ্যমে শিক্ষকের ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৮। পাঠ পরিকল্পনা কার্যক্রমে নবীন শিক্ষকের ত্রুটি-বিচ্যুতির গঠনমূলক মূল্যায়ন হয় বলে তার কৌতূহল বৃদ্ধি পায়।

৯। এতে শিক্ষকের অর্জিত দক্ষতার নিখুঁত মূল্যায়ন হয়ে থাকে।

১০। এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বেশী থাকে।

১১। এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনায় বিষয় ও উপকরণের সমন্বয় ঘটে বিধায় পাঠ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

১২। এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনায় অপরাপর পদ্ধতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌশলগুলোর সমন্বয় ও প্রয়োগ ঘটে তাতে শিক্ষকের সকল পাঠদান পদ্ধতিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জানা হয়ে যায়।

১৩। এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনায় শ্রেণীকক্ষে একটি বা দুটি কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষকের পাঠদান কার্যাবলি পরিচালিত হয়, ফলে শিক্ষকের ক্রমোন্নতি সহজ ও পরিচ্ছন্ন হয়।

১৪। এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনায় পাঠদান ও দক্ষতা অর্জন উভয় ক্ষেত্রে সাফল্য আসে।

১৫। অনুশিক্ষণ একটি স্ব-শিক্ষণ প্রক্রিয়া।

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধাসমূহঃ

আধুনিক যুগে অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার ব্যবহারিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও এর কিছু অসুবিধা রয়েছে। যেমন-

১। এ পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

২। এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনায় স্বল্প সময়ে সকল কাজ শেষ করা যায় না।

৩। এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলপ্রসূ হয় না।

৪। এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনায় দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হয় যা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না।

৫। এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনায় অনেক বেশি উপকরণ ব্যবহার করতে হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

৬। অনুশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

৭। অনুশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধিক জনবলের প্রয়োজন হয়।

মূল্যায়ন

১। অনুশিক্ষণ বলতে কী বুঝায়?

২। অনুশিক্ষণের কৌশল কীভাবে পাঠ পরিকল্পনায় প্রয়োগ করা যায়?

৩। অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪০**

নির্দেশিত কাজ

শ্রেণীকক্ষে জেন্ডার সমতা সংরক্ষণ ও অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

লক্ষ্য: অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলা।

সংগঠন প্রক্রিয়া: ৪/৫ জন শিক্ষার্থী সমন্বয়ে শ্রেণীতে দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলের দলনেতাগণ প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব দলের সদস্যদের সংগঠিত করবেন ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অতঃপর প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল ভিত্তিক লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন।

প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলকে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে বলবেন ঃ

১। অনুশিক্ষণের একটি গঠনমূলক সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে।

২। এর দক্ষতা ও কৌশলগুলোর শ্রেণী কক্ষে প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া ও শ্রেণী পরিবেশ ব্যাখ্যা করতে হবে।

৩। এই পদ্ধতিতে পাঠদান পরিকল্পনাকারীর দক্ষতা মূল্যায়নের একটি চেকলিষ্ট/ ছক প্রণয়ন করতে হবে।

৪। জেন্ডার ভিত্তিক দলীয় কাজ প্রদানের কৌশল ও কর্ম প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে হবে।

৫। শ্রেণীকক্ষে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের পরিকল্পনা করে উভয়ের মনোযোগ যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে একটি অভীক্ষা পত্র/চেকলিষ্ট প্রণয়ন করতে হবে।

৬। প্রণীত প্রশ্নপত্র/চেকলিষ্ট দ্বারা ৫ জন শিক্ষার্থী ও ৫ জন অভিভাবকের কাছ থেকে তথ্য/মতামত সংগ্রহ করতে হবে।

৭। শ্রেণীকক্ষে আন্ত: দলের সদস্য ও দলনেতাদের উন্মুক্ত আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও মতামত চূড়ান্ত করতে হবে।

৮। এক পৃষ্ঠার রিপোর্টে সারাংশ / মতামত/ ছক/ প্রধান সুপারিশ প্রশিক্ষকের নিকট পেশ করতে হবে।

প্রদেয় সামগ্রীঃ

প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী ২টি করে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন/সমস্যা ও সম্পাদিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য সহপাঠীদের সাথে খোলামেলা আলোচনায় বসবেন।

কাজ শুরু করার ৫ কার্য দিবসের মধ্যে কাজটি শেষ করার চেষ্টা করবেন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪১**

দলীয় কাজ ও সতীর্থ শিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম

ভূমিকা

একাধিক শিক্ষার্থী একত্রে দলীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ-নিরীক্ষা, সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা কিংবা হাতে কলমে কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে জ্ঞান লাভের পদ্ধতিকে দলীয় কাজ পদ্ধতি বলা হয়। দলীয় কাজ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তন, মনোপেশীজ উন্নয়ন, দক্ষতা, সৃজনীশক্তি এবং সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গীর বিকাশ ঘটে। এতে করে সতীর্থদের মাঝে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। দলীয় কাজ পদ্ধতির মাধ্যমে Inclusive Education কার্যক্রম সহজ ও ত্বরান্বিত হয়। দলীয় কাজ পদ্ধতিকে অনেকে সর্বাধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করেন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- দলীয় কাজ বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দলীয় কাজের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সতীর্থ শিক্ষণ বলতে কি বুঝায় তা সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- সতীর্থ শিক্ষণের সুবিধাসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক. দলীয় কাজের সংজ্ঞা

১. অংশগ্রহণকারীবৃন্দ প্রতি দু'জনে জুটি বেঁধে দলীয় কাজের একটি সংজ্ঞা তৈরি করবেন।

২. অংশগ্রহণকারী ২/১টি জুটি দলীয় কাজের সংজ্ঞা শ্রেণীতে পড়ে শোনাবেন।

যে পদ্ধতিতে একাধিক শিক্ষার্থী একত্রে দলীয় ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনা কিংবা হাতে কলমে কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে জ্ঞান লাভের সুযোগ পায়, তাকে দলীয় কাজ পদ্ধতি বলে।

পর্ব-খ. দলীয় কাজের সুবিধাসমূহ

১. প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। প্রতিটি দলে একজন করে প্রতিবেদন লেখক হবেন। প্রতিটি দল দলীয় কাজের সুবিধা সম্পর্কে একটি পোস্টার প্রস্তুত করবেন।

২. লেখক পোস্টারটি সকলের সামনে তুলে ধরবেন এবং দলের নির্বাচিত দলনেতা ৫টি সুবিধা ব্যাখ্যা করবেন।

৩. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক দলনেতা ৫টি সুবিধা নিজ নিজ খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।

দলীয় কাজের সুবিধাসমূহঃ

১. দলীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তন ও মনোপেশীজ উন্নয়ন ঘটে।

২. দক্ষতা ও সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটে।

৩. সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গির বিকাশ সাধিত হয়।

পর্ব -গ. সতীর্থ শিক্ষণ বলতে কি বুঝায় এবং এর সংজ্ঞা

১. প্রশিক্ষক প্রথমে মূল প্রশ্নের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বলবেন তারা প্রতি দু'জনে জুটি বেঁধে সতীর্থ শিক্ষণের একটি সংজ্ঞা তৈরি করবেন।

২. অংশগ্রহণকারী ২/১টি জুটিকে সতীর্থ শিক্ষণের সংজ্ঞা অধিবেশনে বলতে বলা হবে।

একই শ্রেণীর, একই বৈশিষ্ট্যের কিংবা সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দ্বারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে অথবা যৌথ কার্যকলাপের ভিত্তিতে শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সতীর্থ শিক্ষণ (Peer Teaching) বলা হয়।

পর্ব-ঘ. সতীর্থ শিক্ষণের সুবিধাসমূহ

১. শিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন এবং প্রতিটি দল সতীর্থ শিক্ষণের সুবিধা সম্পর্কে ৫টি অথবা তার চেয়ে বেশী পয়েন্ট চিহ্নিত করবেন।

২. প্রতিটি দল তাদের প্রণীত কাজের তালিকা ও বিবরণ শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর উপর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হবে।

সতীর্থ শিক্ষণের সুবিধাসমূহ ঃ

১। সতীর্থদের মাঝে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

২। আলোচনার মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।
বিভিন্ন অবস্থা বা প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যায়।

৩। Inclusive Education ' কার্যক্রম সহজ ও ত্বরান্বিত হয়।

মূল্যায়ন ঃ

ক. দলীয় কাজ বলতে কি বোঝায়?

খ. দলীয় কাজের সুবিধাসমূহ কী কী?

গ. সতীর্থ শিক্ষণ কাকে বলে?

ঘ. সতীর্থ শিক্ষণের সুবিধাসমূহ কী কী?

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪১**

কর্মপত্র (Work Sheet)

দলীয় কাজ ও সতীর্থ শিখন পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

দলীয় কাজ ও সতীর্থ শিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুশীলন করা যেতে পারে:

দল	দল ভিত্তিক কাজের বিবরণ
ক	সতীর্থ শিক্ষণের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন
খ	সতীর্থ শিক্ষণ মূল্যায়ণের চেকলিষ্ট প্রণয়ণ
গ	শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কী কী কাজ করেন?
ঘ	দলীয় কাজের সুবিধা গুলো কী কী?
ঙ	শিক্ষকের সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও উপসংহার

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪১**

মূল শিখনীয় বিষয়-১

দলীয় কাজ ও সতীর্থ শিখন পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম

দলীয় কাজ / সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতি ঃ

আধুনিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক শিখনের উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে যত বেশি সক্রিয় রাখা যায় শিখন তত বেশী কার্যকরি হয়। আধুনিক শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক শুধুমাত্র নির্দেশনার কাজটি সম্পাদন করেন। শিক্ষার্থীরা পরস্পর সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দলীয় কাজ, আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া সৃষ্টির জন্য একে অন্যের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টিকে এখন বেশি জোর দেয়া হয়। শিখনের ক্ষেত্রে দলীয় কাজ/সহযোগিতামূলক শিখনকে সর্বাধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করা হয়।

যে পদ্ধতিতে একাধিক শিক্ষার্থী একত্রে দলীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনা কিংবা হাতে কলমে কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে জ্ঞান লাভের সুযোগ পায়, তাকে দলীয় কাজ পদ্ধতি বলে। আর দলে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, মিথষ্ক্রিয়া ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা প্রদান করে শিক্ষা অর্জন করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতিও বলা হয়।

দলীয় কাজের সুবিধাসমূহ ঃ

দলীয় কাজ করার ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়। এছাড়াও এর মাধ্যমে যে সকল সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলো হলোঃ

১। দলীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও মনোপেশীজ উন্নয়ন ঘটে।

২। দক্ষতা ও সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটে।

৩। সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গির বিকাশ সাধিত হয়।

৪। শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে, ফলে সে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠে।

৫। শিক্ষার্থীদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

৬। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়।

৭। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।

৮। পাঠদান কার্যক্রমকে সহজ, দীর্ঘস্থায়ী ও একঘেঁয়েমী মুক্ত রাখা যায়।

৯। অনগ্রসর শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের সহযোগিতায় এবং শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ পেয়ে পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে।

১০। জ্ঞান, ধারণা ও জ্ঞানের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে পাঠদান কার্যক্রম সহজ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

১১। শ্রেণীতে মিথষ্ক্রিয়া হয় ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই উপকৃত হয়।

১২। এতে শিক্ষকের সময় ও শ্রম উভয়ই কমে যায়। কারণ শিক্ষক কথাবলার চেয়ে ওয়ার্কশীট বা কর্মপত্র ব্যবহার করে কথা বলায় শ্রম লাঘব করতে পারেন।

১৩। কাজের মাধ্যমে শিখন ঘটে, ফলে শিখন স্থায়ী ও আনন্দদায়ক হয়।

১৪। দলীয় কাজ সম্পাদনের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা থাকে, ফলে সময়মত কাজ শেষ করার দক্ষতা গড়ে ওঠে।

১৫। এতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক মনোভাব জাগ্রত হয়।

সতীর্থ শিক্ষণ (Peer Teaching) ঃ

আমাদের দেশে প্রচলিত শ্রেণী পাঠদান পদ্ধতি মূলতঃ বক্তৃতা নির্ভর। শিক্ষক বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং শিক্ষার্থীরা শুনে শুনে ধারণা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন। এতে করে দুর্বল শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু না বুঝে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য মুখস্থ করার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। মেধাবী শিক্ষার্থীদেরও শুধুমাত্র মেধার বিকাশ হয় কিন্তু তারা কাজ কর্মে দক্ষ হতে পারে না। তাই বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তারা পারদর্শিতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বর্তমান শিক্ষাক্রমে দক্ষতা বা যোগ্যতা (Competence) ভিত্তিক শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতির উপর জোর দেয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলো হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক। অর্থাৎ শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী যৌথ অংশগ্রহণে পাঠদান কার্য পরিচালিত হবে।

একই শ্রেণীর, একই বৈশিষ্ট্যের কিংবা সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দ্বারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে অথবা যৌথ কার্যকলাপের ভিত্তিতে শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সতীর্থ শিক্ষণ (Peer Teaching) বলা হয়। অর্থাৎ সহপাঠিদের সাথে দলগতভাবে যিনি ভাল জানেন তার সহযোগিতায় শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করাকে সতীর্থ শিক্ষণ (Peer Teaching) বলা হয়।

সতীর্থ শিক্ষণের সুবিধাসমূহ ঃ

বিশেষজ্ঞদের মতে, সতীর্থ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এছাড়াও এর মাধ্যমে যে সকল সুবিধা পাওয়া যায়, সেগুলো হলোঃ

১। সতীর্থদের মাঝে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

২। আলোচনার মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

৩। বিভিন্ন অবস্থা বা প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যায়।

৪। বিভিন্ন যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

৫। শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণের সুযোগ পাওয়া যায়।

৬। যোগাযোগ দক্ষতার উন্নতি ঘটে।

৭। দলে কাজ করার অভিজ্ঞতা বা নিয়মাবলি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

৮। শিখন প্রক্রিয়ায় নিজেকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা যায়।

৯। বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

১০। শিক্ষার্থীদের কোন বিষয় উপস্থাপনের জড়তা হ্রাস পায়।

মূল্যায়ন

১। দলীয় কাজ বলতে কী বোঝায়? দলীয় কাজের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।

২। সতীর্থ শিক্ষণ বলতে কী বোঝায়? এর সুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪১**

মূল শিখনীয় বিষয়-২

দলীয় কাজ ও সতীর্থ শিখন পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম

দলীয় কাজ ও সতীর্থ শিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন প্রক্রিয়া

আধুনিক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতির উপরে গুরুত্বারোপ করা হয়। শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয়ের সাথে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যত বেশী সম্পৃক্ত করতে পারবেন, মিথস্ক্রিয়া তত বেশী সৃষ্টি করতে পারবেন। পাঠদান ততই কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত হবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী মত বিনিময়ের এই প্রক্রিয়াকে সমুন্নত ও মান সমৃদ্ধ করতে ছাত্র-শিক্ষক উভয়কেই আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে। নিম্নে দলীয় কাজও সতীর্থ শিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়নের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

দলীয় কাজ ঃ "সবে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ" এই উক্তিটি শ্বাশত ও সর্বকালে সত্য। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলে মিলে পঠিতব্য বিষয়কে অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞায়ন করে আয়ত্ব করার প্রস্তাব ও প্রত্যাশা চিরকালের। তাই শ্রেণীকক্ষে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোত্র থেকে আগত শিক্ষার্থীদের একই মর্যাদা ও পরিমন্ডলে এনে পাঠদান করতে হলে দলীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষণের বিকল্প নেই।

দলীয় কাজের মাধ্যমে কার্যকর পাঠদানের কার্যক্রমকে নিম্নরুপে প্রকাশ করা হল ঃ

১। সবল-দুর্বল, পুরুষ-মহিলা, অগ্রসর-অনগ্রসরদের সমন্বয়ে দল গঠন;

২। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের মিশ্রণে দল গঠন;

৩। পাঠ্যবস্তু, শ্রেণীর আয়তন, উপকরণের ধরন বিবেচনা করে দল গঠন;

৪। সমস্যার ধরন, শিক্ষার্থীর চিন্তন ও সৃজনশীলতার প্রতি নজর প্রদান;

৫। মনোপেশীজ উন্নয়ন, দক্ষতা ও বিকাশ ক্ষমতার প্রতি নজর রাখা;

৬। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক মনোভাব ও সহনশীলতার প্রতি নজর রাখা;

৭। মানসিক উৎকর্ষ সাধন, আত্মনির্ভরতা ও সহযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখা;

৮। দলে নেতৃত্বদান, আনুগত্য ও স্বত:স্ফূর্ততার বিকাশ সাধন করা;

৯। তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক কাজ সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালানো;

১০। আলোচনা, মত বিনিময় ও মিথস্ক্রিয়ায় শৃংখলা বজায় রাখা;

১১। প্রশ্ন নির্বাচন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ;

১২। আলোচনা উন্মুক্ত, জেন্ডার ব্যালেন্স ও বন্ধুসুলভ পরিবেশে সম্পাদন।

সতীর্থ শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রমকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা হল ঃ

১। বয়স ও মেধার ভিত্তিতে শ্রেণী ব্যবস্থাপনা করা;

২। সতীর্থ দল গঠনের পরিকল্পনা করা;

৩। সতীর্থ দলের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য সতীর্থ অভীক্ষক নির্বাচন করা;

৪। সতীর্থ দল ও সতীর্থ অভীক্ষকের কার্যক্রম সমন্বয় করা;

৫। সতীর্থদের আগ্রহ ও প্রেষণা জাগাতে পরিকল্পিত শ্রেণী বিন্যাস করা;

৬। সামাজিক ও বৌদ্ধিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জটিল মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি করা;

৭। স্ব-শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে সতীর্থদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা;

৮। বিষয়বস্তু নির্বাচন, দলগঠন, অবস্থা তৈরীকরণের পরিকল্পনা করা;

৯। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জন ও অভিজ্ঞতা লাভ ইতিবাচক মাত্রায় সম্পাদন;

১০। সতীর্থ দলের শিখন, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সক্রিয় অংশগ্রহণ;

১১। সতীর্থদের ধারণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরস্পর বিনিময় ঘটানো;

১২। সময়, শ্রম, অর্থ ও উপকরণের মিতব্যায়িতার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

মূল্যায়ন

১। দলীয় কাজের মাধ্যমে শিখন উন্নয়নের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

২। সতীর্থ শিক্ষণের মাধ্যমে শিখন উন্নয়নের প্রক্রিয়ার বিবরণ দিন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪২**

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

একটি বাস্তব পরিবেশে শিক্ষক যেভাবে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন, ঠিক সেভাবে একটি কৃত্রিম পরিবেশে পাঠদান পরিচালনা করাই হল ছদ্ম শিক্ষণ। ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে পদ্ধতিগত পাঠদান শেখানো যায়। পাঠদানের সময় সীমা বাড়ানো ও কমানো যায় এবং প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদানের ত্রুটি-বিচ্যুতির তাৎক্ষণিক ফলাফল মুল্যায়ন করা যায়। তবে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠ পরিকল্পনা করা হয় বিধায় এ পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না এবং এতে সকল শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণও সম্ভব হয়না। ছদ্ম শিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- ছদ্ম শিক্ষণ বলতে কি বুঝায় তা সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার কার্যধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।
- ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. ছদ্ম শিক্ষণের সংজ্ঞা

১। প্রশিক্ষক প্রথমে মূল প্রশ্নের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বলবেন তারা প্রতি দু'জনে জুটি বেঁধে সতীর্থ শিক্ষণের একটি সংজ্ঞা তৈরি করবেন।

২। অংশগ্রহণকারী ২/১টি জুটিকে ছদ্ম শিক্ষণের সংজ্ঞা শ্রেণীতে বলতে বলা হবে।

একটি বাস্তব পরিবেশে শিক্ষক যেভাবে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন ঠিক সেভাবে একটি কৃত্রিম পরিবেশে পাঠদান প্রক্রিয়াই ছদ্ম শিক্ষণ।

পর্ব-খ. ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার কার্যধারা

১। অংশগ্রহণকারী শিক্ষণার্থীগণ সম্মিলিত অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন এবং ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার কার্যধারা ব্যাখ্যা করবেন।

২। আলোচনার সময় শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনার কার্যধারা পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবেন।

নির্বাচিত শিক্ষকগণকে তাঁদের জন্য নির্ধারিত ক্লাশের বিষয়বস্তুকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ দানের সুযোগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে তাঁকে পাঠদানের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তিনি তাঁর সহকর্মীদেরকে পাঠদান করবেন। পাঠদান শেষে নির্ধারিত উপস্থাপকের নির্দেশনায় উক্ত শিক্ষকের উপস্থিতিতে তার সহকর্মী শিক্ষকগণ পাঠদানকৃত বিষয়ের সার্বিক ত্রট্টটি-বিচ্যুতির মূল্যায়ন করবেন এবং শিক্ষকের মাঝে সার্বিক শিক্ষক সুলভ অবস্থা, বাচনভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান ছিল কি-না এবং তিনি সঠিক পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করেছেন কি-না ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়বস্তু তুলে ধরবেন।

পর্ব-গ. ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ

১। প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন এবং প্রতিটি দল ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধা সম্পর্কে ৫টি অথবা তার চেয়ে বেশি পয়েন্ট চিহ্নিত করবেন।

২। প্রতিটি দল তাদের প্রণীত কাজের তালিকা ও বিবরণ শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর উপর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হবে।

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ ঃ

১। ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে পদ্ধতিগত পাঠদান শেখানো যায়।

২। এতে পাঠদানের সময়সীমা বাড়ানো ও কমানো যায়।

৩। এতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদানের ত্রুটি-বিচ্যুতির তাৎক্ষণিক ফলাফল মূল্যায়ন করা সম্ভব।

পর্ব-ঘ. ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধাসমূহ

১. প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। এবং প্রতিটি দলে একজন করে প্রতিবেদন লেখক হবেন। প্রতিটি দল ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধা সম্পর্কে একটি পোস্টার প্রস্তুত করবেন।

২. লেখক পোস্টারটি সকলের সামনে তুলে ধরবেন এবং দলের নির্বাচিত প্রধান ৫টি অসুবিধা ব্যাখ্যা করবেন।

৩. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক দলের প্রধান ৫টি অসুবিধা নিজ নিজ খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধাসমূহ ঃ

১. এ পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে খুবই অভিজ্ঞ এবং দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

২. কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠ পরিকল্পনা করা হয় বিধায় এ পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

৩. এতে সকল শিক্ষণার্থীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া যায় না।

মূল্যায়ন

১. ছদ্ম শিক্ষণ কী?

২. ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার কার্যধারা ব্যাখ্যা করুন।

৩. ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধা সমূহ কি কি?

৪. ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধা সমূহ কি কি?

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪২**

কর্মপত্র (Work Sheet)

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণের চেকলিষ্ট

শিক্ষকের কার্যক্রমের বিবরণ	শিখনের মান					মন্তব্য
	অতি উত্তম	উত্তম	সন্তোষজনক	মোটামুটি	নিম্নমানের	
	৫	৪	৩	২	১	
কুশল বিনিময়						
শ্রেণী বিন্যাস						
পাঠ ঘোষণা						
পোষাক পরিচ্ছদ						
চক বোর্ড ব্যবহার						
উপকরণ ব্যবহার						
পদচারণা						
প্রশ্নোত্তরের ধরণ						
বলবর্ধক উক্তি						
আচরণের প্রকৃতি						
বক্তৃতাদানের ধরণ						
কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন						
সমন্বয়ের ধরন						
শ্রেণী শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ						
সময় ব্যবস্থাপনা						
নকল শিক্ষার্থীদের সাড়া দান						
শিক্ষকের প্রাণবন্ততা						
শ্রেণীর তৎপরতা ও সক্রিয়তা						
শ্রেণীর মূল্যায়ন						
সারাংশ আদায়						

শিক্ষকের কার্যক্রমের বিবরণ	শিখনের মান					মন্তব্য
	অতি উত্তম	উত্তম	সন্তোষজনক	মোটামুটি	নিম্নমানের	
	৫	৪	৩	২	১	
বাড়ির কাজ দানের দক্ষতা						
বিদায়ী ভাষণ						

মূল্যায়ন

১. ছদ্মশিক্ষনের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম পরীক্ষা করে তা উন্নয়নের জন্য আপনার সুপারিশ কি কি লিখুন।

২. আমাদের দেশে ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়নের পরিবেশ কতটা অনুকূল লিখুন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪২**

মূল শিখনীয় বিষয়

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

ছদ্ম শিক্ষণ (Simulation Teaching) ঃ

ইংরেজি 'Simulate' শব্দ হতে 'Simulation' এর উদ্ভব ঘটেছে। যার আভিধানিক অর্থ হল ভান করা, ছদ্মরূপ ধারণ করা বা অনুকরণ করা। আর এটি যখন শিক্ষাদান বা Teaching এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তাকে 'Simulation Teaching' বলে। এটি বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি কৃত্রিম অবস্থায় শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি নবতর ধারণা।

ছদ্ম শিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আধুনিক শিক্ষাদান এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণে ছদ্ম শিক্ষণ এমন এক ধরণের পদ্ধতি বা প্রণালী যেখানে কোন বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার জন্য বা পাঠদানের জন্য বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে বিষয়টির স্পষ্ট ধারণা দানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি বাস্তব পরিবেশে শিক্ষক যেভাবে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন ঠিক সেভাবে একটি কৃত্রিম পরিবেশে পাঠদান প্রক্রিয়াই ছদ্ম শিক্ষণ।
ছদ্ম শিক্ষণের অর্থ অনুরূপ অনুশীলন। তাই একে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি হিসেবেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার কার্যধারা (Functions of Simulation Teaching) ঃ

ছদ্ম শিক্ষণ অনেক দিক দিয়ে বাস্তব শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি উৎকৃষ্ট মডেল। এটি অনেকটা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ' সর্দার পড়ো ' শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নত সংস্করণ। বর্তমানে সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ জগতের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে এটির অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ছদ্ম শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রথমে সকল শিক্ষণার্থীদের মধ্য হতে কয়েকজনকে কৃত্রিমভাবে শিক্ষক হিসেবে বেছে নেয়া হয় এবং বাকী সকল শিক্ষণার্থীদেরকে যে কোন একটি নিম্নস্তরের ক্লাশের কৃত্রিম শিক্ষার্থী হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

তারপর নির্বাচিত শিক্ষকগণ তাদের জন্য নির্ধারিত ক্লাশের বিষয়বস্তুকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ দানের সুযোগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে তাঁকে পাঠদানের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া

হয়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তিনি তাঁর সহকর্মীদেরকে পাঠদান করবেন। পাঠদান শেষে নির্ধারিত উপস্থাপকের নির্দেশনায় উক্ত শিক্ষকের উপস্থিতিতে তার সহকর্মী শিক্ষকগণ পাঠদানকৃত বিষয়ের সার্বিক ত্রুটি-বিচ্যুতির মূল্যায়ন করবেন এবং শিক্ষকের মাঝে সার্বিক শিক্ষক সুলভ অবস্থা, বাচনভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান ছিল কি-না এবং তিনি সঠিক পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করেছেন কি-না ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়বস্তু তুলে ধরবেন।

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনায় কখনও শিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদানগত ত্রুটি-বিচ্যুতির মূল্যায়ন তার শিক্ষক করবেন না; বরং সহকর্মী শিক্ষণার্থীগণ শিক্ষণার্থী শিক্ষকের সবল ও দুর্বল দিক রেকর্ড করেন এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণার্থী শিক্ষকের কাছে তা বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্ত করেন, যাতে তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ফলাবর্তন লাভ করা যায়। এভাবে সঠিক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীদেরকে আদর্শ শিক্ষকরূপে গড়ে তোলা যায়।

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ ঃ

বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলো সুবিধা থাকার জন্য এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনা বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিম্নে তার সুবিধাসমূহ তুলে ধরা হলো:

১। ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণার্থী শিক্ষককে পদ্ধতিগত পাঠদান শেখানো যায়।

২। এতে পাঠদানের সময়সীমা বাড়ানো ও কমানো যায়।

৩। এতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদানের ত্রুটি-বিচ্যুতির তাৎক্ষণিক ফলাফল মূল্যায়ন করা সম্ভব।

৪। যে কোন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কৃত্রিম পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে এটির প্রয়োগ করা যায়।

৫। এ পদ্ধতিতে পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের খরচ কমানো যায়।

৬। যে সব ঘটনা বাস্তব জীবনে খুব কম সময় ঘটে যে সব ঘটনার অভিজ্ঞতা ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

৭। এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষকের প্রেষণা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

৮। এক্ষেত্রে শিক্ষক এবং সহকর্মী শিক্ষণার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল হয় এবং উভয়েরই পদ্ধতিগত ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ঘটে।

৯। এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষণার্থী শিক্ষকের জড়তা দূরীভূত হয় এবং পাঠের দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ প্রক্রিয়া জানা যায়।

১০। এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োগ বিধি জানা যায়।

১১। এতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পাঠদান করা যায়।

১২। এতে শিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ গঠনমূলক সমালোচনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

১৩। এ পদ্ধতিতে শিক্ষণের তাত্ত্বিক ব্যবহারিক দিকের সমন্বয় হওয়াতে প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষণ দক্ষতার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

১৪। এতে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকগণ শিক্ষকের ভূমিকা ছাড়াও পর্যবেক্ষক কিংবা শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করেন।

১৫। এ পদ্ধতির অণুশীলন শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক।

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধাসমূহ ঃ

এ পদ্ধতির পাঠ পরিকল্পনার কতগুলো চিহ্নিত অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে সে অসুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১। এ পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে খুবই অভিজ্ঞ এবং দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

২। কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠ পরিকল্পনা করা হয় বিধায় এ পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

৩। এতে সকল শিক্ষণার্থী শিক্ষককে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া যায় না।

৪। দক্ষ শিক্ষণার্থী শিক্ষক স্বল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেন না।

৫। পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা লাভ করা সকলের পক্ষে সহজ কাজ নয়।

৬। শিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদানের সকল দিক স্মরণ রাখা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

৭। উপস্থাপক শিক্ষক অনেক সময় হেয় প্রতিপন্ন হন।

মূল্যায়ন

১। ছদ্ম শিক্ষণ কী? ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার কার্যধারা বর্ণনা করুন।

২। ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখুন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪২**

নির্দেশিত কাজ (Directed Study)-৪

শ্রেণীকক্ষে দলীয় কাজ,সতীর্থ শিক্ষণ ও ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

লক্ষ্য ঃ ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাফল্য মূল্যায়ন করে তাদের দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলা।

সংগঠন প্রক্রিয়া ঃ ৪/৫ জন প্রশিক্ষণার্থী সমন্বয়ে শ্রেণীতে দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলের দলনেতাগণ প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব দলের সদস্যদের সংগঠিত করবেন ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অতপর প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল ভিত্তিক লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন।

প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলকে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে বলবেন ঃ

১। দলগত ভাবে শিক্ষার্থীদের ছদ্মশিক্ষণ, দলীয় কাজ ও সতীর্থ শিক্ষণের সংজ্ঞা নিরূপন ও পাঠ পরিকল্পনার কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে।

২। ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করতে হবে।

৩। শিক্ষক শিক্ষণে এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

৪। দলীয় কাজ ও সতীর্থ শিক্ষণের মাধ্যমে বর্ণিত পাঠ শ্রেণীকক্ষে সম্পাদনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

ক) বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

খ) তিনঘরা নগদান বহি তৈরি করতে হবে।

৫। ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করার নিমিত্তে একটি সুপারিশমালা / চেকলিষ্ট প্রণয়ন করতে হবে।

৬। প্রণীত প্রশ্নপত্র/চেকলিষ্ট শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন মুক্ত আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত করতে হবে।

৭। শ্রেণীকক্ষে আন্ত:দলের সদস্য ও দলনেতাদের উন্মুক্ত আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও মতামত চূড়ান্ত করতে হবে।

৮। এক পৃষ্ঠার রিপোর্টে সারাংশ / মতামত/ ছক/ প্রধান সুপারিশ প্রশিক্ষকের নিকট পেশ করতে হবে।

প্রদেয় সামগ্রী ঃ

প্রত্যেক দলনেতা ২টি করে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন/ সমস্যা ও সম্পাদিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে স্বীয় গ্রুপের মাধ্যমে কাজের গুণাগুণ যাচাই করবেন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪৩**

ফলাবর্তনের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

সাধারণত শিক্ষার্থীকে তার শিখন প্রক্রিয়ায় সাহায্যকারী তথ্য প্রদান বা পরামর্শ দেয়াকে ফলার্বতন বা ফীডব্যাক (feedback) বলা হয়। ফলাবর্তন প্রয়োগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ পাঠ পরিকল্পনা করা যায়, পাঠ অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। পাঠদানের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ জানা যায় এবঙ শিক্ষার্থীদের মাঝে জানার আগ্রহ ও দলীয় চেতনা বৃদ্ধি করা যায়। এটা একটি দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কৌশল। এ পদ্ধতি অনুশিক্ষণ কার্যক্রমে বেশি বেশি ব্যবহার করা হয়। ফলাবর্তন লিখিত ও মৌখিক উভয়ই হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ফলাবর্তন যেন গঠনমূলক হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- ফলাবর্তনকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফলাবর্তন প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।
- ফলাবর্তন প্রয়োগে শিক্ষাদানের সফলতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. ফলাবর্তনের সংজ্ঞা

১. অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষক শ্রেণীতে ৪/৫ টি দলে ভাগ করবেন এবং কর্মপত্রের ফটোকপিসহকারে কাজ করে তারা একটি সংজ্ঞা তৈরি করবেন।

২. অংশগ্রহণকারী ২/১টি দলকে ফলাবর্তনের সংজ্ঞা শ্রেণীতে বলতে বলা হবে।

সাধারণত শিক্ষার্থীকে তার শিখন প্রক্রিয়ায় সাহায্যকারী তথ্য প্রদান বা পরামর্শ দেয়াকে ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক (Feedback) বলা হয়।

পর্ব-খ. ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল

১. শিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। এবং প্রতিটি দল ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশলগুলো নির্ণয় করে তার একটি তালিকা তৈরি করবেন।

২. প্রতিটি দল তাদের প্রণীত কাজের তালিকা ও বিবরণ শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর উপর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হবে।

ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল ঃ

১. শিক্ষার্থীর দুর্বলতাগুলোর উপর গুরুত্ব না দিয়ে তার সবল দিকগুলো উপস্থাপন করে তার প্রশংসা করা।

২. দুর্বল দিকগুলো আস্তে আস্তে নিরুৎসাহিত করা।

৩. শিক্ষকের মন্তব্য হবে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য।

পর্ব-গ. ফলাবর্তন প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ

১. শিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। এবং প্রতিটি দলে একজন করে প্রতিবেদন লেখক হবেন। প্রতিটি দল ফলাবর্তন প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ-পরিকল্পনার সুবিধা সম্পর্কে একটি করে পোস্টার প্রস্তুত করবেন।

২. লেখক পোস্টারটি সকলের সামনে তুলে ধরবেন এবং দলের নির্বাচিত প্রধান ৫টি সুবিধা ব্যাখ্যা করবেন।

৩. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী দলের প্রধান ৫টি সুবিধা নিজ নিজ খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।

ফলাবর্তন প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহঃ

১. পাঠ অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়;

২. পাঠদানের অসুবিধা/ ত্রুটি সম্পর্কে জানা যায়;

৩. শিক্ষার্থীদের মাঝে জানার আগ্রহ ও দলীয় চেতনা বৃদ্ধি পায়;

পর্ব-ঘ. ফলাবর্তন প্রয়োগে শিক্ষাদানের সফলতা মূল্যায়ন

১. অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ফলাবর্তন প্রয়োগে শিক্ষাদানের সফলতা কিভাবে মূল্যায়ন করতে হয় তা নির্ণয় করতে বলবেন।

২. প্রতিটি দল ফলাবর্তন প্রয়োগে শিক্ষাদানের সফলতা মূল্যায়নের নির্ণায়কগুলি শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর উপর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হবে।

শিক্ষণ পরিকল্পনায় পাঠের শিখন ফল সম্বন্ধে শিক্ষককে পাঠদানের পূর্ব হতেই অবহিত থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিখনফল সম্বন্ধে শিক্ষক জ্ঞান লাভ করবেন। পাঠটি শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপনের পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আচরণে যে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন আশা করেন, তাই হলো শিখনফল। পাঠ শেষে শিক্ষার্থীর শিখন ফল অর্জিত হলেই শিক্ষাদানের সফলতা আসবে। আর শিখনফল অর্জিত না হলে শিক্ষককে ফলাবর্তন প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাদানে সফলতা আনতে হবে।

মূল্যায়ন

ক. ফলাবর্তন কী?

খ. ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশলগুলো কী কী?

গ. ফলাবর্তন প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধা সমূহ কী কী?

ঘ. ফলাবর্তন প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাদানে কীভাবে সফলতা আসে?

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪৩**

কর্মপত্র (Work Sheet)

ফলাবর্তনের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান অনুশীলনের সময় জন হ্যারণের ফলাবর্তনের মডেলটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় । নিম্নে ছকের সাহায্যে এই মডেলটি অনুশীলনের জন্য দেয়া হলঃ

শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার পূর্বে (Before Teaching)	পাঠ নির্বাচন ,উপকরণ নির্বাচন ও প্রস্তুত, পাঠ প্রস্তুতি
শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সময় (During Teaching)	পাঠদানের ধাপ , অনুক্রম ও পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ, সচেতনতা
শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার শেষে (After Teaching)	বাড়ির কাজ, নির্ধারিত কাজ, কৃত আচরণ ও পর্যবেক্ষণ

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

ফলাবর্তনের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিখন কার্যক্রম পরীক্ষাকরণ

ফলাবর্তন (Feedback) ঃ

সাধারণত শিক্ষার্থীকে তার শিখন প্রক্রিয়ায় সাহায্যকারী তথ্য প্রদান বা পরামর্শ দেয়াকে ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক (Feedback) বলা হয়। ফলাবর্তন হচ্ছে একটি সম্পাদিত কাজের সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং সম্পাদন প্রক্রিয়ার মান সম্পর্কে অন্যের মন্তব্য, যা কাজ সম্পাদনকারীকে পরবর্তী সময়ে কাজ সম্পাদনের মান উন্নয়নে সহায়তা করে।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী অথবা প্রশিক্ষণার্থীর সবল ও দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে কীভাবে দুর্বলতাসমূহ দূর করা যায়-এর পরামর্শ দেয়া এবং এ আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক। এর ফলে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও প্রেষণা বাড়ে। এ পদ্ধতি অনুশিক্ষণ কার্যক্রমে বেশি বেশি ব্যবহার করা হয়। এ কার্যক্রম হচ্ছে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কৌশল। এর মাধমে পাঠদান দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করা হয়। এ পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণের জন্য একজন অথবা দু'জন পর্যবেক্ষক রাখা হয় যিনি বা যারা পাঠদানে পারদর্শী। পাঠদানের পূর্বে পর্যবেক্ষক শিক্ষকের পাঠদানের কোন কোন দিকগুলো দেখবেন সেটা পূর্বেই জানিয়ে দেন। তারপর শিক্ষক ঐ সমস্ত দক্ষতা ফুটিয়ে তোলার জন্য পাঠদান করেন। পাঠদানের সময় পর্যবেক্ষক পাঠদানের ভুল-ত্রুটি সনাক্ত করেন এবং সেগুলো ডায়েরিতে নোট রাখেন। পাঠদান শেষে তার ভুল-ত্রুটি জানিয়ে দেন এবং কিভাবে পাঠদান করলে প্রত্যাশিত ফলাফল আসবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেন। এরপর শিক্ষক সে মোতাবেক আবার পাঠ দেন। এবারে পর্যবেক্ষক পুনরায় ভুল-ত্রুটিগুলো একইভাবে সনাক্ত করেন এবং পাঠদান শেষে আবার জানিয়ে দেন। তবে প্রথম বারের তুলনায় দ্বিতীয়বারের ভুলের সংখ্যা অনেক কমে যায়। এভাবে অনুশীলন করতে করতে শিক্ষক পাঠদানের প্রত্যাশিত দক্ষতাগুলো শিখে ফেলেন। এটাই ফিডব্যাক পদ্ধতি, এভাবে ফলাবর্তন প্রয়োগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ পাঠ পরিকল্পনা করা যায়।

ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল ঃ

ফলাবর্তন কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কারো কাজের ফলাবর্তন করতে হলে লক্ষ্য রাখতে হবে ফলাবর্তন যেন গঠনমূলক হয়। ফলাবর্তন লিখিত অথবা মৌখিক দু'রকমই হতে পারে। তবে ফলাবর্তন দেয়ার জন্য শিক্ষককে নিচের বিষয়গুলের প্রতি খেয়াল রাখতে হবেঃ

১। শিক্ষার্থীর দুর্বলতাগুলোর উপর গুরুত্ব না দিয়ে তার সবল দিকগুলো উপস্থাপন করে তার প্রশংসা করা।

২। দুর্বল দিকগুলো আস্তে আস্তে নিরুৎসাহিত করা।

৩। শিক্ষকের মন্তব্য হবে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য।

৪। শিক্ষার্থীকে এমনভাবে ফলাবর্তন দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর প্রেষণা, আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং যার ফলে ভুল ধারণা সম্পর্কে তার উপলব্ধি জন্মে এবং সে তা শুধরে নিতে পারে।

৫। শিক্ষার্থীকে সরাসরি আঘাত দিয়ে ফলাবর্তন দেয়া যাবে না।

৬। শিক্ষকের মন্তব্যগুলো শিক্ষার্থীর খাতায় বা উত্তরপত্রে লেখা হলে শিক্ষার্থী সহজেই তা দেখতে পাবে এবং শিখন প্রক্রিয়ায় সে নিজেকে সেভাবে পরিচালিত করতে পারবে।

৭। সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফলাবর্তন প্রদানের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পৃথক পৃথকভাবে তাদের কাজ নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং পরামর্শ দিতে হবে।

৮। কখনই কম পারদর্শিতার জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বে আঘাত দিয়ে কোন মন্তব্য করা যাবে না।

৯। প্রথমেই ফলাবর্তনের জন্য ব্যবহৃত কাঠামোটি তৈরি করে নিতে হবে, তারপরে প্রয়োজনে খুটিনাটি পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১০। পাঠদান অনুশীলন (Teaching Practice) কার্যক্রমে জন হ্যারনের ফলাবর্তন মডেল খুবই কার্যকর। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণকে পাঠদানের পূর্বে (Before Teaching), পাঠদানের সময় (During Teaching) এবং পাঠদানের পর (After Teaching) ফলাবর্তন দেয়া হয়ে থাকে।

ফলাবর্তন প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ ঃ

বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ হলোঃ

১। পাঠ অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়;

২। পাঠদানের অসুবিধা/ত্রুটি সম্পর্কে জানা যায়;

৩। শিক্ষার্থীদের মাঝে জানার আগ্রহ ও দলীয় চেতনা বৃদ্ধি করে;

৪। যৌথভাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে উঠে;

৫। শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক নিবিড় ও আন্তরিক হয়;

৬। এর ফলে শিখনফল অধিক স্থায়িত্ব লাভ করে;

৭। নিজের উন্নয়নের জন্য ফলাবর্তন অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে;

৮। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;

৯। অর্জিত শিখনফল জানা যায়;

১০। শিক্ষার্থীর মনোভাব জানা যায় ও চাহিদা নিরূপণ করা যায়।

মূল্যায়ন

১. ফলাবর্তন কী? ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।

২. ফলাবর্তনের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪৪**

শিক্ষার্থীর ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণ

ভূমিকা

শিক্ষার্থীর বিকাশ সংক্রান্ত তথ্য বা ফলাফল শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবহার করতে হলে তার সংরক্ষণ প্রয়োজন। তথ্য বা ফলাফলগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত আকারে রাখতে হয়, যাতে প্রয়োজনের সময় সেগুলোকে পাওয়া যায় এবং যে কোন সময় তা দেখে শিক্ষার্থীর অর্জন পরিবীক্ষণ করা যায়। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্জনসমূহ সংরক্ষণ করা হয়। মুল্যায়নের সহায়ক তথ্য বা ফলাফলগুলোকে সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (Cumulative Record Card) এর ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকান কাউন্সিল অব এডুকেশন (American Council of Education) ১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম এ ধরণের পরিচয় পত্রের ব্যবহার শুরু করে। সর্বাত্মক পরিচয় পত্র থেকে শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের একটি পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি -

- ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ে ব্যবহার উপযোগী একটি সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের নমুনা তৈরি করতে পারবেন।
- সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের সংরক্ষণ প্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী

স্বশিখনের ক্ষেত্রে :

বাসায় বসে স্বশিখনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত সময় ও গতিতে অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ একে একে করবেন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। পরে সময় ও সুযোগ করে অন্যান্য সহপাঠীসহ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষকের সাথে দুর্বোধ্য অংশসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে :

টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা টিউটর সেশনের পূর্বদিন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় কর্মপত্রের ফটোকপি, পোস্টার পেপার, প্রয়োজনীয় কলম ইত্যাদি সঙ্গে করে আনতে বলবেন।

পর্বসমূহ ঃ

পর্ব-ক. ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণের সংজ্ঞা

১। প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণীতে ৪/৫ টি দলে ভাগ করবেন এবং কর্মপত্রের ফটোকপি সহকারে পরিবীক্ষণের একটি সংজ্ঞা তৈরি করতে বলবেন।

২। অংশগ্রহণকারী ২/১টি দলকে শিক্ষার্থীর ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণের সংজ্ঞা শ্রেণীতে বলতে বলা হবে।

শিক্ষার্থীর বিকাশ সংক্রান্ত তথ্য বা ফলাফল শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবহার করতে হলে তার সংরক্ষণ প্রয়োজন। আর এই প্রাপ্ত তথ্য বা ফলাফল সংরক্ষণ করতে হলে তাও বিক্ষিপ্তভাবে করলে চলবে না। তথ্য বা ফলাফলগুলোকে এমন ভাবে বিন্যস্ত আকারে রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজনের সময় সেগুলিকে পাওয়া যায় এবং যে কোন সময় তা দেখে শিক্ষার্থীর অর্জন পরিবীক্ষণ করা যায়।

পর্ব-খ. সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের গুরুত্ব

১। শিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫টি দলে ভাগ করবেন। অতঃপর প্রতিটি দলকে সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের ফটোকপি বের করতে বলবেন। প্রতিটি দল সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ৫টি অথবা তার চেয়ে বেশি পয়েন্ট চিহ্নিত করবেন।

২। প্রতিটি দল তাদের প্রণীত কাজের তালিকা ও বিবরণ শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর উপর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হবে।

সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের গুরুত্ব ঃ

১। সর্বাত্মক পরিচয় পত্র থেকে শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের একটি পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

২। ইহা দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীর গৃহ ও সামাজিক পরিবেশ, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব, প্রবণতা, দৃষ্টিভংগী ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারি।

৩। ইহা শিক্ষক, শিক্ষা উপদেষ্টা, মাতা-পিতা ও অভিভাবকের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

পর্ব-গ. বিদ্যালয়ে ব্যবহার উপযোগী একটি সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের নমুনা

১। অংশগ্রহণকারীগণ সম্মিলিত অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন এবং বিদ্যালয়ে ব্যবহার উপযোগী একটি সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের নমুনা তৈরি করবেন ও আলোচনা করবেন।

২। আলোচনার সময় শিক্ষক বিদ্যালয়ে ব্যবহার উপযোগী একটি সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের নমুনা পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবেন।

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের বিষয়বস্তু ঃ

১। শিক্ষার্থীর পরিচয়;

২। পারিবারিক তথ্যাদি;

৩। শারীরিক তথ্যাদি, ইত্যাদি।

পর্ব-ঘ. সর্বাত্মক পরিচয়পত্র সংরক্ষণ প্রণালী

১। শিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। এবং প্রতিটি দলে একজন করে প্রতিবেদন লেখক হবেন। প্রতিটি দল সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের সংরক্ষণ প্রণালী সম্পর্কে একটি পোস্টার প্রস্তুত করবেন।

২। লেখক পোস্টারটি সকলের সামনে তুলে ধরবেন এবং দলের নির্বাচিত প্রধান ৫টি সংরক্ষণ প্রণালী ব্যাখ্যা করবেন।

৩। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী দলের প্রধান ৫টি সংরক্ষণ প্রণালী নিজ নিজ খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।

সর্বাত্মক পরিচয়পত্র সংরক্ষণ প্রণালী ঃ

১। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তিন বছরের রেকর্ড এক সংগে থাকবে। সাধারণতঃ ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে রেকর্ড রাখা শুরু হবে তা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চলবে।

২। দ্বিতীয় পরিচয়পত্র রাখা শুরু হবে নবম শ্রেণী থেকে এবং চলবে দশম শ্রেণী পর্যন্ত।

৩। সকল শিক্ষক প্রত্যেকের পরিচয়পত্র দেখতে পারবেন এবং পরামর্শ দাতার অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও তার নিজের পরিচয়পত্র দেখতে পারে, তবে অতি গোপনীয় বিষয় বাদে।

মূল্যায়ন

ক. শিক্ষার্থীর ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণ বলতে কি বুঝায়?

খ. সর্বাত্মক পরিচয় পত্র কাকে বলে?

গ. সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের গুরুত্ব কি কি?

ঘ. সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে শিক্ষার্থীর কোন কোন তথ্য বা ফলাফল সংরক্ষিত থাকে?

ঙ. সর্বাত্মক পরিচয় পত্র কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়?

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪৪**

কর্মপত্র (Work Sheet)

শিক্ষার্থীর ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণ

প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্জনসমূহ সংরক্ষণ করা হয়। পরীক্ষা ছাড়াও খেলাধূলা , সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা , স্কাউট, গার্লস গাইড, বিভিন্ন মেলা, যে কোন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা, স্কলারশীপ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আছে এবং অনেকে পুরস্কার , ক্রেস্ট ও খেতাব ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। পরীক্ষার নম্বরপত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয় ও দ্রব্যাদি উপকরণ কক্ষ, মিলনায়তন বা অধ্যক্ষ/ প্রধান শিক্ষকের কক্ষে বা অন্য কোন বিশেষ কক্ষে বা আলমারী / শো-কেসে বিশেষ সতর্কতায় সংরক্ষণ করা হয়। পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ভবিষ্যতে বিভিন্ন কারণে প্রয়োজন পড়ে বিধায় তা মেরিট বুকে লেখা হয়। নম্বর পত্র সংরক্ষণের জন্য মেরিট বুকের নমুনা নিম্নরুপঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ----------

শিক্ষাবর্ষ ---------- শ্রেণী---------- শাখা----------

পরীক্ষার নাম---------- পূর্ণমান ---------- প্রাপ্ত মান ----------

বিষয়---------- পত্র ----------

ক্রমিক	শিক্ষার্থীর নাম ও ঠিকানা	বিষয়																			
		বাংলা		ইং		গণিত		সমাজ		ব্যাশি		ইস.শি		কৃষি		সর্বমোট		মন্তব্য			
		১ম		১ম																	
		২য়		২য়																	
		মোট																			

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষার্থীর ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণ

বিভিন্ন মূল্যায়নগত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা ধরণের তথ্য বা ফলাফল সংগ্রহ করতে পারেন। মূল্যায়নের চরম উদ্দেশ্য হল শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া উভয়ের উন্নতি সাধন করা। তাই শিক্ষার্থীর বিকাশ সংক্রান্ত তথ্য বা ফলাফল শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবহার করতে হলে তার সংরক্ষণ প্রয়োজন। আর এই প্রাপ্ত তথ্য বা ফলাফল সংরক্ষণ করতে হলে তাও বিক্ষিপ্তভাবে করলে চলবে না। তথ্য বা ফলাফলগুলোকে এমন ভাবে বিন্যস্ত আকারে রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজনের সময় সেগুলিকে পাওয়া যায় এবং যে কোন সময় তা দেখে শিক্ষার্থীর অর্জন পরিবীক্ষণ করা যায়।
মূল্যায়নের সহায়ক তথ্য বা ফলাফলগুলিকে সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে সর্বাত্মক পরিচয় পত্র (Cumulative Record Card) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সর্বাত্মক পরিচয় পত্র ঃ দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাবলি বা ফলাফল যে তথ্য পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে সর্বাত্মক পরিচয় পত্র বলে। আমেরিকান কাউন্সিল অব এডুকেশন ১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম এ ধরণের পরিচয় পত্রের ব্যবহার শুরু করে। ইহা হচ্ছে শিক্ষার্থীর সর্বাংগীন উন্নতির পরিচায়ক। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উন্নতির মাত্রা ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয় এই পরিচয় পত্রে। কেবলমাত্র সত্য ঘটনাগুলি-ই এতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের গুরুত্ব

১। সর্বাত্মক পরিচয়পত্র থেকে শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের একটি পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

২। ইহা দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীর গৃহ ও সামাজিক পরিবেশ, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব, প্রবণতা, দৃষ্টিভংগী ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারি।

৩। ইহা শিক্ষক, শিক্ষা উপদেষ্টা, মাতা-পিতা ও অভিভাবকের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

৪। শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার জন্য শিক্ষার্থীর বিভিন্নমুখী বিকাশমূলক সকল তথ্য এর থেকে পাওয়া যায়।

৫। শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম রচনা ও নির্দেশনা উন্নততর শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণে সহায়ক।

৬। বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বল ও প্রতিভাবান শিক্ষার্থী অনুসন্ধানে ইহা সাহায্য করে।

৭। শিক্ষার্থীদের দুর্বলতার কারণ আবিষ্কার এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক।

৮। সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের প্রতিকার করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষক, উপদেষ্টাকে সহায়তা করা।

৯। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদার সন্ধান পাওয়া যায় এবং চাহিদার স্বরূপ নির্ণয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি নির্বাচনে সহায়ক হয়।

১০। বিভিন্ন ছাত্র কল্যাণ সংস্থাকে এর দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে সাহায্য করা যায়।

১১। এর দ্বারা শিক্ষক, শিক্ষা উপদেষ্টা, অভিভাবক ও পিতা-মাতা কর্তৃক শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও দুর্বলতা নির্ণয়ের মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও অগ্রগতির উপায় নির্দেশ করা সম্ভব হয়।

১২। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় পরিবর্তন জনিত কারণে সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয়।

বিদ্যালয়ে ব্যবহার উপযোগী একটি সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের নমুনা ঃ

বিদ্যালয়ের ব্যবহার উপযোগী একটি সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের নমুনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

১. শিক্ষার্থীর পরিচয়-

নাম ঃ

বয়স ঃ জন্ম তারিখ ঃ

ঠিকানা ঃ

২. পারিবারিক তথ্যাদি

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

পিতার পেশা ঃ

মাতার পেশা ঃ

সন্তান সংখ্যা ঃ

৩. শারীরিক তথ্যাদি

উচ্চতা ঃ

ওজন ঃ

বুকের মাপ ঃ

স্বাস্থ্যের অবস্থা ঃ

রোগের ইতিহাস ঃ

রক্তের গ্রুপ ঃ

৪. বিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্যাদি-

বিদ্যালয়ের নাম ঃ

শ্রেণী ঃ সেকশন (যদি থাকে) ঃ

রোল নং ঃ বুদ্ধ্যংকঃ স্বাভাবিক/১০০

৫. পাঠ অগ্রসর বিবরণীঃ

বিষয়	উত্তম	মধ্যম	অনগ্রসর
ক. বাংলা খ. ইংরেজী গ. গণিত ঘ. সাধারণ বিজ্ঞান ঙ. সামাজিক বিজ্ঞান চ. ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদি			

৬. বিষয় শক্তির পরিমাপঃ

বিষয়	উত্তম	মধ্যম	অনগ্রসর
ক. ভাষামূলক খ. যন্ত্রমূলক গ. অবস্থিতিমূলক ঘ. সংখ্যামূলক ঙ. বিচারকরণমূলক চ. স্মৃতিমূলক			

৭. আগ্রহের পরিমাপঃ

বিষয়	উত্তম	মধ্যম	অনগ্রসর
ক. সংগীত খ. চারুকলা গ. সাহিত্য সৃষ্টি ঘ. বস্তু সংগ্রহ ঙ. শিল্প অনুসরণ চ. ভাস্কর			

৮. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির পরিমাপঃ

বিষয়	উত্তম	মধ্যম	অনগ্রসর
ক. খেলাধুলা খ. বিতর্ক সভা গ. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘ. প্রদর্শনী ঙ. অভিনয় চ. সমাজসেবা ছ. ভ্রমণ জ. বিদ্যালয় প্রশাসন			

৯. ব্যক্তিসত্ত্বা সংরক্ষণের পরিমাপঃ

বিষয়	উচ্চমান	মধ্যমান	নিম্নমান
ক. সামাজিকতা খ. শ্রমশীলতা গ. দায়িত্ববোধ ঘ. চারিত্রিক দৃঢ়তা ঙ. অন্তবর্তিতা চ. সততা ছ. নেতৃত্ব জ. আনুগত্য			

সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের সংরক্ষণ প্রণালী ঃ

১। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তিন বছরের রেকর্ড এক সংগে থাকবে। সাধারণতঃ ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে রেকর্ড রাখা শুরু হবে তা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চলবে।

২। দ্বিতীয় পরিচয়পত্র রাখা শুরু হবে নবম শ্রেণী থেকে এবং চলবে দশম শ্রেণী পর্যন্ত

৩। সকল শিক্ষক প্রত্যেকের পরিচয়পত্র দেখতে পারবেন এবং পরামর্শ দাতার অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও তার নিজের পরিচয়পত্র দেখতে পারে, তবে অতি গোপনীয় বিষয় বাদে।

৪। এক শিক্ষার্থীকে অন্য শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র দেখার অধিকার দেয়া যাবে না।

৫। পরিচয়পত্রটি এমন ভাবে লিখতে হবে, যাতে যে কোন শিক্ষার্থী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য এক নজরে চোখে পড়ে।

৬। পরিচয়পত্রে একাধিক তথ্যের কোন পুনরাবৃত্তি থাকবে না।

৭। পরামর্শ দাতাই কেবলমাত্র পরিচয়পত্র সংরক্ষণ করবেন।

মূল্যায়ন

১। শিক্ষার্থীর ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরীক্ষণের সংজ্ঞা দিন।

২। সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৩। সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের সংরক্ষণ প্রণালীর বর্ণনা দিন।

ইউনিট ৬ **অধিবেশন ৪৪**

নির্দেশিত কাজ-৫

শিক্ষার্থীদের শিখন ফলাবর্তন, ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণ

লক্ষ্য: শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণ, ফলাবর্তন ও অর্জন পরিবীক্ষণের মাধ্যমে কৃতিত্ব ও সাফল্য মূল্যায়ন করা।

সংগঠন প্রক্রিয়া: ৪/৫ জন শিক্ষার্থী সমন্বয়ে শ্রেণীতে দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলের দলনেতাগণ প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব দলের সদস্যদের সংগঠিত করবেন ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অত:পর প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল ভিত্তিক লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন।

প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলকে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে বলবেন ঃ

১। শিক্ষার্থীর শিখন, ফলাবর্তন, ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণের ধারণা সমূহের একটি গঠনমূলক সংজ্ঞা নিরূপন করতে হবে।
২। শিক্ষার্থীর ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে হবে।
৩। প্রত্যেক দলকে সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে।
৪। একটি আদর্শ সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের নমুনা ছক প্রণয়ন করতে হবে।
৫। শ্রেণীকক্ষে ফলাবর্তন পদ্ধতি প্রয়োগের একটি প্রশ্নোত্তরিকা/অভীক্ষা পত্র/চেকলিষ্ট প্রণয়ন করতে হবে।
৬। ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দল পরস্পর খোলা আলোচনায় মতামত ও সুপারিশ পেশ করবেন।
৭। দলনেতাগণ স্ব-স্ব দলের সদস্যগণের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত মতামত প্রশিক্ষকের নিকট পেশ করতে হবে।
৮। এক পৃষ্ঠার রিপোর্টে সারাংশ / মতামত/ ছক/সুপারিশ পেশ করতে হবে।

প্রদেয় সামগ্রী:

প্রত্যেক দলনেতা ২টি করে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন/সমস্যা ও সম্পাদিত প্রতিবেদন তৈরি করে প্রশিক্ষকের মতামত নেবেন।

জমাদানের তারিখ: পরবর্তী ৫ কার্য দিবসের মধ্যে।